MANUAL OF HISTORY.

(ANCIENT.)

PART I.

BY

BHOODEB MOOKERJEA.

পুরাবৃত্ত সার।

(প্রাচীন কালের বিবরণ।)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মুজাপুর, চাপা-
ধোবা পাড়ার ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

সন ১২৬৫ সাল।—1858.

[মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানেং সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্য-জাতির প্রকৃত পুরাবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে এই 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিসরদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদ নিবাসী কতিপয় প্রধানং প্রাচীন জাতীয় লোক দিগের স্থূলং পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্য সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন্ এবং পরিবর্দ্ধনশীল ইহা স্পষ্টরূপে প্রত্যায়িত করা, ইহাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয় সমূহের অফিসিএটিং ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হাও সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয় এবং ইহার মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্মালবিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার সংশোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

পুরাবৃত্ত সার।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মনুষ্য সৃষ্টি এবং সত্যযুগের বিবরণ।]

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে আমরা কে কত দিন কি রূপে জন্মিয়াছি আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্যজাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং কোন রূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি-বিবরণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলেন তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। পরন্তু ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং তদানুষঙ্গিক ইতিবৃত্ত বর্ণনায় সহস্র ত্রুটি থাকিলেও তজ্জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দোষ স্পর্শে হইতে

পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ যে যুক্তি-বিশুদ্ধ না হইয়া তাৎকালিক জনসাধারণের সামান্য বিশ্বাস-মূলক হইবে ইহাই সুসঙ্গত বোধ হয়।

প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ স্ব স্ব জাতীয় সাধারণ জনসমূহের প্রচলিত প্রবাদে বিশ্বাস করিতেন না। প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের অন্য কোন গুহ্য মত থাকিত। সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের ঐরূপ ভিন্ন মত ছিল। কিন্তু তাঁহারাও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন দ্বারা এই বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই—তাহা পারাও কদাপি সম্ভাবিত নহে। ধর্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া যে সকল মত প্রচলিত হইয়া আছে তাহার আলোচনা দ্বারা মনুষ্য-প্রকৃতির অনেক তত্ত্বানুসন্ধান হইতে পারে, কিন্তু দার্শনিকদিগের নানা কল্পিত মত লইয়া বিচার করাতে তাদৃশ কোন তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা নাই।

সর্ব্ব দেশীয় জনগণের বিশ্বাস এই যে, মানবকুল একই আদিম নরনারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটী মনুষ্য-দম্পতীর উৎপাদন করেন। অনেকের মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়।

উক্ত মানব-দম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে তাহার

নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম হবা। ইঁহারা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ইঁহাদিগকে মর্ত্য-লোকের দুঃখ দায়ক নানা নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন লোক মাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণ-শাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ প্রকার একটী সময়ের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিভিন্ন দেশী ব্যক্তিদিগের এই এক মাত্র বিষয়ে ঐকমত্য হইবার হেতু কি? ইহার কারণ আপাততঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশুদ্ধ-মতি পণ্ডিত-গণ স্ব স্ব চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া, মনুষ্যজাতি কেহ ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, গুণী এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পন্ন হইতে পারে এরূপ মনে করে, বুঝিয়া, আর জনসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন অধার্ম্মিক, মূর্খ, গুণহীন এবং নানা দুর্ব্বিষহ দুঃখ-পরিলিপ্ত হইয়া আছে, তাহাও দেখিয়া, এইরূপ বৈসাদৃশ্য ঘটিবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, মনুষ্য আদিমাবস্থায় সুখী ছিল, পরে পাপ সংস্পর্শে নানা প্রকার দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়াছে। পরন্তু মানবগণ যে আপনাদিগকে প্রকৃতাবস্থ জ্ঞান করেন না, প্রত্যুত আপনার কলুষিত চিত্ত হইয়াছেন

মনেং এমত স্বীকার করেন, ইহা যে, তাহারই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত আদিম অবস্থার নাম অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ 'সত্যযুগ' কহেন, 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন এবং খৃষ্টীয় বাইবল্ ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং হবার 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক।]

সত্যযুগ সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কথা প্রথিত আছে। তন্মধ্যে তাৎকালিক নরজাতীয়দিগের সহিত দেবতা-দিগের সংস্রব বিষয়ে অতীব চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন লোকে শিশুদিগকেই বিশিষ্টরূপে দেবাধিষ্ঠিত জ্ঞান করে, বোধ হয়, সেইরূপ পৃথিবীর আদিমাবস্থাকেও দেবাবির্ভূত বলিয়া জন সমূ-হের প্রতীতি হইয়া ছিল।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্ট রূপে অথবা আনু-পূর্ব্বিক ক্রমে মনে আইসে না, কেবল মধ্যেং দুই এক টী অতি প্রধানং ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেই রূপ ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও,

ছিল। সুতরাং তৎকালে পৃথিবী মনুষ্য-বাসোপযুক্তা ছিলেন না। সেই সময়ে অতি-বিশাল-শরীর বহুবিধ প্রাণী ইহাতে নিবাস করিত। তাহারা অধিকাংশই বর্ত্তমান কোন জাতীয় জীবের সদৃশ নহে। তাহাদিগের অনেকের সমুদায় কঙ্কাল, কাহারও কতিপয় অস্থি, কতক গুলির শরীরের অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্থলেই ভূগর্ভে দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোথাও মনুষ্য শরীরের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষ্য দেহের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান হইতেই মনুষ্য শরীরের এক্ষণে যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে। অতএব অবশ্যই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্বকালে মনুষ্য শরীর এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের কোন চিহ্নই এক্ষণে পাওয়া যায় না কেন? যে সময়ে তাদৃশ মনুষ্যগণ পৃথিবীতে বাস করিতে পারিত তাহার পূর্ব্বকালের জীবদিগের চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, তাহার পর সময়েরও সমুদায় চিহ্ন রহিয়াছে, কেবল সেই সময়েরই কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, ইহার কারণ কি?।

অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিয়া থাকেন, যে, পূর্ব্বতন কালে মনুষ্য শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথা প্রামাণিক নহে। উঁহারা বলেন যে, অতি পূর্ব্ব কালের কোন যথার্থ ইতিবৃত্তই নাই, অথচ, সেই

প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত বাসনা আছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বকালের লোকদিগের মধ্যে ঐ বাসনা সমধিক প্রবল ছিল, সুতরাং তাৎকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের চেষ্টা পাইয়া আপনাদের অলৌকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় পরিকল্পিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইঁহাদিগের মতে পূর্ব্ব কালিক লোকের যে বৃহৎ শরীর বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল কবিগণের কল্পনা মাত্র—উহা কোন প্রকার প্রকৃত শরীরীর বর্ণন নহে।

ঐ সকল আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাও কহিয়া থাকেন, "দেখ, জনসাধারণের সংস্কার এই যে, প্রশস্ত-মনা ব্যক্তির শরীর তদনুরূপ প্রশস্ত না হইলে শোভা পায় না। অতএব মনুষ্য প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধায়ী কবিগণ যখন সত্যকালকে পরম ধর্ম্মের কাল বলিয়া বর্ণন করিলেন তখন যে, সেই সময়ের লোকসমূহকে সুবিশালাঙ্গ সুদীর্ঘাবয়ব বলিবেন ইহাতে বৈচিত্র্য কি?"।

চতুর্থ অধ্যায়।

[সত্যকালে মনুষ্যের সুদীর্ঘ আয়ুঃ।]

জগতে মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমরা বার বার লোকের মৃত্যু দর্শন করিতেছি, অনে-

কের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদিগের পূর্ব সমস্ত ক্রমে২ ঐ মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন জা তথাপি কোন ব্যক্তির মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে একাকী থাকিলে মনের কেমন ঔদাস্য জন্মে! ভয়াবহ প্রকি একবার নিরিক্ষ্ট-নয়নঃ হইলে আর শীঘ্র অ হইতে পারা যায় না। একেবারে ভক্তাত চিত্ত উহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

যদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের এইরূপ তবে পৃথিবীর আদিমাবস্থায় মৃত্যুদর্শনে জনম মন যে, কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন, ভীত, সঙ্কুচিত এবং বি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?। তখন লোক অধিক ছিল না, বহুমৃত্যু ঘটনাও ঘটে নাই—সু মৃত্যু যে একটী অবশ্যম্ভাবি অনিবার্য্য বস্তু তাহা প্রতীতই হয় নাই

বোধ হয় যে, এই জন্যই পূর্ব্বতন কালের লোক অমর হইবার নিমিত্ত এত অধিক প্রয়াস পাইয়াছি সাধ্যায়ত্ত কার্য্যের সাধনেই লোকে যত্নবান্ থাকে—যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কার্য্য স দনে কেহই সচেষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বকালের লোক অমর হইবার চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই সেই করেন না। কিন্তু তাঁহারাও জানিয়াছিলেন যে হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্য ধর্ম্মোপদেশকগণ হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছে

এবং এই সুযোগে লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ করণের মানসে প্রায়ই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র উপায়। পুরাণে কথিত আছে, সুরাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উদ্ভাবিত করেন—পরন্তু সত্ত্বপ্রধান দেবতারাই, সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ কঠোর তপস্যা সহকারে দেবতাসন্নিধানে অমর বর যাচ্ঞা করেন। ফলতঃ অমর হওয়া, অথবা মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া ইহা পূর্ব্বকালে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইত না। মিশরদেশীয়েরা শবকে দাহ বা অন্য প্রকারে বিনষ্ট করিত না। তাহাদের মতে জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে পুনর্ব্বার সেই শরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ মিশরীয়েরা 'পিরামিড্' নামক অতি প্রকাণ্ড২ সমাধি স্তম্ভের গর্ভ মধ্যে শব রক্ষা করিত। গ্রীকদিগেরও এমত বোধছিল যে, এই মর্ত্যলোকে কেহই অমর হইতে পারে না বটে, কিন্তু দেবতারা অনুগ্রহ করিলে মনুজদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন এবং তথায় যাইলে মৃত্যুর অধিকার থাকে না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মর্ত্যে অমর হইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু তাহাদের অন্যান্য গ্রন্থে এমত অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে যে, দ্রব্য-গুণ-বিশেষের দ্বারা লোকে অমর হইতে পারে। বাইবেলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যকে

অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে
পাপাসক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক
মর্ত্ত্য হইলেন। বাইবলে ইহাও প্রকাশিত
ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জগদীশ্বর প্রসাদাৎ অ
হএন—সুতরাং তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ মৃত্যু হ

বস্তুতঃ সর্ব্ব জাতির শাস্ত্রেরই এই উপ
না হইলে অমর হওয়া যায় না। ধর্ম
একমাত্র কারণ। যদি তাহাই হইল,
আধিক্য সেই স্থলে সুতরাং আয়ুরং
অতএব সত্যযুগ ধর্ম্ম-প্রধান বলিয়া ত
দীর্ঘায়ুঃ ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে মনু
বর্ষ, ত্রেতায় অযুত বর্ষ এবং দ্বাপরে সঃ
ছিল। খৃষ্টীয় বাইবলেও উক্ত হইয়া
মনুজগণ অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তখ
বৎসরাধিক জীবিত থাকিতেন। খৃষ্ট
মান্ উভয়েই ইহুদীদিগের মূল গ্রন্থ
পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং
দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে একবাক্যতা
সন্দেহ কি?।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অনেকে ক
সমুদায় মানবজাতি এক আদিম দম্পতী
হইয়াছিল। সুতরাং লোক সংখ্যা

অভিপ্রায়ে জগৎকর্ত্তা যে, সেই পূর্ব্বকালের মনুষ্যদিগকে সুদীর্ঘ আয়ুষ্মান করিবেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

[জল-প্লাবন বিবরণ।]

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপ ভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান২ কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে ভগবান্ মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্ব প্রকার জীবের এক২ দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয় জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন কাল্‌ডীয় জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,

জল-প্লাবন বিবরণ।

আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জল-প্লাবন
সেই সময়ে 'যিসুথ্রস' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা
রাজ্য করিতেন। তিনি মীননরাকার 'ওয়ানে
কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এক খানি
বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবী
প্রাণীর বীজের একং দম্পতী সমভিব্যাহারে স
ঐ পোতারোহী হইলে জগৎ প্লাবিত হয়।

নিগ্রোদিগের মধ্যেও এই জল-প্লাবনের কিঞ্চি
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'অদিবিম্
কোন ব্যক্তি জল প্লাবনে রক্ষা পায়েন।

সাইবিরিয়াদেশবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত আর
দেশে একটা গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা
জল-প্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিয়া
ইহাতেই বোধ হয় ঐ সাইবিরিয়াবাসী লোকেরাও
প্লাবনে বিশ্বাস করিত।

চীনজাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লি
আছে যে, এক সময়ে চীনদেশে এক মহা জলপ্লা
হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'ফু
নসু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবার রক্ষা পায়েন--
সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনী
ঐ জল-প্লাবন যে সমুদায় পৃথিবীব্যাপক হইয়াছি
এমত বলে না।

গ্রীক্ জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখি-

ছেন; কিন্তু তদুভয়ই। বিশেষ২ দেশব্যাপক হইয়াছিল— ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা যে, সমুদায় ভুমণ্ডল একেবারে প্লাবিত হইয়াছিল এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

ফিনিসীয় নামা আর একটী অতি প্রাচীন লোকের পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খৃষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, "নোআ" স্বয়ং এবং "সেম্" "হাম্" ও "য়াফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহাঁরা পরমেশ্বরানুগ্রহে স্ব২ পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন॥ উক্ত বাইবল্ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাগণ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য নাই। অধিকাংশ লোকে ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কেহ২ ঈশ্বরেচ্ছাকে ঐ জলপ্লাবনের কারণ স্বীকার করিয়াও উহার কারণান্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ কল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই স্থলে দুইটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাইবলে কথিত আছে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমুদায় পৃথিবী জলপ্লাবনের জলে মগ্ন হইয়াছিল। ইহাতে উক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের মনে এমত সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পৃথিবীতে এত অধিক জল কোথা হইতে আসিল, আর পুনর্ব্বার সেই জল কোথায়ই বা গেল? পদার্থ তত্ত্বজ্ঞেরা বিলক্ষণ জানেন যে, এক অণুমাত্র দ্রব্যেরও নূতন সৃষ্টি হয় না, আর যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার একটী পরমাণুরও ধ্বংস হইতে পারে না। অতএব তাদৃশ প্রভূত জল রাশির উৎপত্তি এবং তাহার ধ্বংস হওয়া দুইই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিত ইহার এই মীমাংসা করেন যে, জলপ্লাবন সময়ে পৃথিবী কোন অতি প্রকাণ্ড ধূমকেতুর লাঙ্গুল মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল। তিনি অনুমান করেন ধূমকেতুর লাঙ্গুল বাষ্পময়। সুতরাং পৃথিবী তাদৃশ সুবৃহৎ বাষ্প রাশির মধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ বাষ্প সমুদায় সংহত হইয়া যে জলপ্লাবনের উপযোগী জল জন্মাইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। পরে সেই জলরাশি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট হওয়াতে ভূমণ্ডল পুনর্ব্বার পরিশুষ্ক এবং মনুষ্য বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল।

আর এক জন মহামহোপাধ্যায় কহেন যে, প্রথমাবধি পৃথিবী গর্ভে মহান্ জলরাশি নিহিত ছিল। তখন্ ইহার উপরিভাগে বৃহৎ সমুদ্র সকল সৃষ্ট হইত না।

পরে কোন কারণ বশতঃ পৃথিবীর কিয়দ্ভাগ বিদীর্ণ হইয়া গেলে ঐ ভিতরের জল উচ্ছলিত হইয়া উপরে উঠিয়াছিল তাহাতেই জলপ্লাবন হয়। আর সেই জল প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া গমন করিলে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতেই নদী সমুদ্র সকল সৃষ্টি হইল।

সমুদায় পৃথিবীতে একেবারে জলপ্লাবন হইয়াছিল একথা অবশ্য বলিতে হইবে বলিয়া যাঁহাদিগের একান্ত বিশ্বাস আছে তাঁহারা এই রূপ নানা প্রকার অদ্ভুত কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণকার অনেকেরই মত এই যে, বহু পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল স্থানই মধ্যে মধ্যে সমুদ্র জলে প্লাবিত হইত। তাহার চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর প্রাচীনদিগের ইতিহাসেও এই ব্যাপারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব কখন২ যে কোন২ দেশে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহাই বাস্তবিক কথা—একেবারে যে, সমুদায় ভূমণ্ডল জলমগ্ন হইয়াছিল একথা প্রকৃত বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হইতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[মনুষ্যদিগের বর্ণ ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এবং তদ্বিষয়ক পুরাবৃত্ত।]

বিভিন্ন-বর্ণ, বিভিন্ন-কায়, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্ন-ভাষী কতক গুলি ব্যক্তিকে একত্রে অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, এই রূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি?। পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অতি পরিস্ফুট রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম 'ককেশীয়'। এই ককেশীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর, মস্তক গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, মুখ-কোণ* সুবিস্তৃত এই রূপ অনেক সৌন্দর্য্য লক্ষণ থাকে। আর ইহারা বুদ্ধিবলে এবং

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থিত দন্ত পংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে তাহারই নাম মুখ কোণ।

ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কটলাণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎ দেশ প্রায় সকলই এক্ষণে ককেশীয় লোকের আবাস হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম 'মোগল'। ইহারা, পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস, ও উন্নতগণ্ড। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখ-কোণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়। মোগলেরা ককেশীয় দিগের অপেক্ষা বুদ্ধি বলে নিকৃষ্ট। উত্তর-মেরু সন্নিহিত সমস্ত দেশ এবং পশ্চিমে 'তুরস্ক' হইতে পূর্ব্বে 'জাপান' দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশবর্ণ, প্রশস্ত নাস, উন্নত ললাট এবং বিস্তৃত-মুখবদন। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপংক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগলদিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্বপ্রায়োদ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপ সকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা, শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আকুঞ্চ। ইহাদের মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপটা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন

বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্য্যাতক। আমেরিকা খণ্ডের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ভিন্নদেশীয় লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিওপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণ ললাট, কুঞ্চিত-কেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহাদিগের কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

নরজাতির বর্ণ ভেদের প্রাকৃতিক-ব্যবস্থা যেরূপ কথিত হইল কোন জাতির পুরাবৃত্তে ইহার এমত কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। দেশ ভেদে এবং আচার ভেদে মনুষ্য সকল ক্রমেং বিভিন্ন-বর্ণ হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা মাত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায় বোধ হয়। আমাদিগের কোন পুরাণে উল্লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ সকল শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা রক্তাঙ্গ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণ-কলেবর হয়। কিন্তু অনুমান হয়, এই বর্ণ, শরীরগত বর্ণ না হইয়া তত্তজ্জাতীয় লোকদিগের চরিত্রগত বৈলক্ষণ্যেরই কথা হইবে। ব্রাহ্মণদিগের বর্ণ শুক্ল, অর্থাৎ তাঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান, ক্ষত্রিয়েরা রক্তাঙ্গ, অর্থাৎ

রজোগুণ-প্রধান, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ, অর্থাৎ মিশ্রগুণা-শ্রিত এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ তমোগুণাশ্রিত।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাইবলে বর্ণভেদের কারণ এই-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় যথা, আদিপুরুষ 'নোআর' তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'যাফেতের' সন্তানেরা অধিকাংশ ইউরোপে গিয়া বাস করে। দ্বিতীয় শেমের বংশীয়গণ আসিয়া খণ্ডের কিয়দ্ভাগে অবস্থিতি করে। আর কনিষ্ঠ হামের বংশ আফ্রিকা খণ্ডে স্থান প্রাপ্ত হয়। 'রাবিন্' অর্থাৎ ইহুদী পণ্ডিতেরা আরও কহিয়া থাকেন যে, নোআর তৃতীয় পুত্র হাম্ একান্ত পাপাসক্ত ছিল। সে একদা আপন পিতার অপমান করাতে তাঁহার অভিশাপে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং তদবধি তাহার সন্ততিগণও পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতেছে।

নবম অধ্যায়।

[ভাষা ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।]

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক জাতির মনুষ্য অন্য জাতির কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা জানে সে ইংরেজি বুঝে না। আবার যে ইংরেজি মাত্র জানে সেও কদাপি বাঙ্গালা বা পারসির একটী বর্ণও বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য

দিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সকলই কতিপয় মুল-ভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল-ভাষা গুলির অবান্তর ভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক বর্ণ ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষা ভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম 'ইরানী'। কেহ২ ইহাকে 'হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশ বিশেষে প্রচলিত নাই। পরন্তু ইহার যেরূপ লক্ষণ, প্রচলিত অনেক ভাষাই সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইরানী বা হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষার এই কয়েকটী প্রধান শাখা আছে যথা,—১ ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশ প্রচলিত; ২ য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসিকদিগের ব্যবহৃত; ৩ য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোম জাতীয়দিগের ভাষা; ৪ র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীক জাতির ভাষা; ৫ ম স্লাবনিক, রুসসাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ ষ্ঠ, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মন্ ভাষা সমুদায় জন্মিয়াছে; ৮ ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহু স্থলে প্রচলিত ছিল। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশ ভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দ সকল ভিন্ন২ রূপে শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষার উচ্চারণের কিরূপ বিশেষ প্রায় পণ্ডিতেরা

তাঁহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষার হউক না কেন, একটী শব্দ বলিলে অপূর্ব্ব কোন ভাষার সেই শব্দটী কিরূপে উচ্চারিত হইবে তাঁহারা তাহা অনায়াসে প্রায় বলিয়া দিতে পারেন। ইরানী ভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সমুদায় সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযুক্ত শব্দ সকল আবার প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কএকটী জাতি আছে, তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত ইরানী জাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 'শেমেটিক'। সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, ফিনিসীয়, আরব এবং ইহুদী বা হিব্রু ভাষা এই প্রকার। শেমটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। শেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন হল বর্ণ যোগে জন্মিয়া থাকে—এক মাত্র অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা শেমের সন্তানদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম শেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতারী'

এই জাতীয়-ভাষা-ভাষী লোক সকল যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত তাবদ্দেশে বাস করিত এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে তাহা যে তুরাণী ভাষা-মূলক, ইহা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য পাহাড়ীয়েরা আমাদিগের দেশের স্থানে২ বাস করিতেছে তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষায় বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। উহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হয় নাই। শব্দের ও রূপ ভেদ অধিক হয় না।

চিনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্বজাতির আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেই রূপ—অন্য কোন জাতির সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'এক-বর্ণাত্মক'। অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূল-শব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক' অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চিনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সে রূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চিনীয়দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্যবাচক এই তিন প্রকারের পৃথক২ শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্য-বাচক। ঐ দ্রব্যবাচক শব্দ সকল উচ্চারণ বিশেষে, কখন ক্রিয়াবাচক এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিক'। এই জাতীয় ভাষা সমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটীক এবং ইরাণী উভয় হইতেই কিঞ্চিৎ২ বিভিন্ন। কিন্তু কোন২ অংশে উক্ত উভয়েরই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয় দিগের ভাষা এই আফ্রিক জাতীয় ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। উহাকে 'বহু-বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তি যোগাদি কোন সুকৌশল দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্রিত করিয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রবৃত্তিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসী গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তম রূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

[ভাষাভেদ-বিষয়ক পুরাবৃত্ত ও নানা দেশে মনুষ্য সঞ্চার।]

পূর্ব্বাধ্যায়ে ভাষাভেদের যে রূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। ইহুদী জাতির ইতিহাসে লিখিত আছে যে, জলপ্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সিনার নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অসমর্থ হইয়া কতকং সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল এবং নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে নর সমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত ইহুদী জাতির গ্রন্থকে মূলস্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোনং স্থলে সাহায্য গ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির প্রথা যেরূপ নিরূপিত করেন তাহা কিঞ্চিৎং ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। প্রথ-

মতঃ ইহাঁরা বলেন, নোয়ার দ্বিতীয় পুত্র সেম সিনার প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান্ নাই। আর তাঁহার সন্তানেরাও একে২ ঐ সিনার দেশের চতুর্দ্দিকে বাস করে। তাহাদিগের হইতেই তত্রত্য ভিন্ন২ জাতির উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে একের নাম (১) ইলামাইট; ইহারা সেমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলামের সন্তান, বর্ত্তমান পারশ্য রাজ্যের সুসিয়া-নয়া প্রদেশে বসতি করিয়াছিল, (২) দ্বিতীয়ের নাম আসিরীয়; ইহারা সেমের দ্বিতীয় পুত্র আসরের সন্তান ক্যালিয়ানিয়ার পার্শ্বে বর্ত্তমান কুর্দ্দিস্থান প্রদেশে বসতি করে। পূর্ব্বে ঐ কুর্দ্দিস্থানের নাম আসিরিয়া ছিল। (৩) তৃতীয় কালডীয়; ইহারা আরফাক্সাদ নামক সে-মের তৃতীয় সন্তানের বংশ। ইহাদিগের বাসস্থান প্রাচীন ক্যাল্ডিয়া প্রদেশ, এক্ষণে তুরস্করাজ্যের অন্তর্গত মেসো-পটেমিয়ার একাংশ হইবে, এমত অনুমিত হইয়াছে। (৪) চতুর্থের নাম লিডীয়; ইহারা সেমের চতুর্থ পুত্র লডের সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লিডীয়দিগের আ-দিম ভূমি-লিডিয়া প্রদেশ। ঐ প্রদেশ তুরুস্কের অন্তর্গত বটে কিন্তু সিনার হইতে অনেক দূর, এই জন্য কেহ২ বলেন, যদিও লিডীয় জাতি লডের সন্তান হয়, তথাপি লড স্বয়ং যে তত দূরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এমত স-ম্ভব নহে। তাঁহার বংশীয়েরা বহুকাল পরে কোন সময়ে ঐ দেশে আসিয়া থাকিবে। (৫) পঞ্চম সাইরীয়; ইহারা সেমের পঞ্চম এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আরামের সন্তান।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী কিয়দ্ভূভাগের নাম সাইরিয়া। সাইরীয়েরা ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিল। পূর্ব্বে উহাদিগকে আরামীয় কহা যাইত।

নোয়ার তৃতীয় পুত্র হাম, সিনার প্রদেশে বাস করেন নাই। কেহ২ বলেন তিনি ফিনিসিয়া প্রদেশে রাজ্য করিয়াছিলেন আর কাহারও মতে তিনি মিসর দেশে যাইয়া অবস্থিতি করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার সন্তান দিগের দ্বারা কুশীয়, মিসরীয়, লিবীয় ও কানানীয় এই কএকটী প্রধান২ জাতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে (১) কুশীয়েরা হামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের সন্তান। ইহারা কুজিস্থান নামক পারশ্য রাজ্যের বর্ত্তমান প্রদেশে বাস করিয়াছিল। কিন্তু কেহ২ বলেন যে কুশবংশীয়েরা আফ্রিকাখণ্ডের অন্তর্গত ইথিওপিয়া দেশে বাস করে। আর কাহারও মতে আরব দেশের দক্ষিণ ভাগে ইহাদিগের বসতি হয়। (২) মিসরীয়েরা হামের দ্বিতীয় পুত্র মিশ্রেমের সন্তান। মিসর দেশের বর্ত্তমান নাম ইজিপ্ট, ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত। (৩) লিবীয়েরা হামের তৃতীয় পুত্র ফুতের সন্তান। লিবিয়া প্রদেশ মিসরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। পরন্তু লিবিয়া যে ফুতের আবাসস্থান এই কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। (৪) কানানীয়েরা হামের চতুর্থ পুত্র কানানের বংশ। ইহুদীরা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া একেবারে সমূলে সংহার করে এবং তাহারা উহাদিগের দেশে বাস করিলে পর সেই

দেশ জুডিয়া (বা য়িহুদা) নামে প্রসিদ্ধ হয়। জুডিয়ার আর একটী নাম পালেষ্টীন। ইহা তুরস্ক দেশের অন্তর্গত এবং মিসরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে।

নোয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাফেত্, সিনারে বাস করেন নাই। পরন্তু তিনি কোথায় গিয়া নিবাস করিয়া ছিলেন তাহার কোন বিবরণও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (১) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গোমর ছিল। ইহাঁর সন্তানেরা তুরস্কের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া প্রদেশে বাস করিয়া গেলে-শীয় নামে প্রসিদ্ধ হয়। (২,৫,৬) যাফেতের দ্বিতীয় পুত্র গগ, পঞ্চম পুত্র টুবাল, আর ষষ্ঠ পুত্র মেসেক, ইহাঁরা তিন জন কোন্২ দেশে বাস করিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় নাই। যঁহাদিগের মত এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে তাঁহাদিগের অনেকেই কহেন যে, কাস্পিয় হ্রদ এবং কৃষ্ণসাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশে ইহাঁ-দিগের সন্তানেরা প্রথমে বসতি করে। (৩) যাফেতের তৃতীয় পুত্র মাডে। কেহ বলেন প্রাচীন মীড জাতি ইহাঁর বংশ; অপরে অনুমান করেন, মাসিডোনিয়ার লোক সকল ইহাঁর সন্তান। প্রাচীন মীডদিগের দেশ তুরস্কের অন্তর্গত এবং মাসিডোনিয়া গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত। (৪) যাফেতের চতুর্থ পুত্রের নাম যবান্। যবানের সন্তানেরা গ্রীস দেশে বাস করে। বোধ হয়, এই জন্যই গ্রীকেরা পূর্ব্বকালে যবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

মানচিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে, যে উত্তরে ককেসস্ পর্ব্বত এবং মিডিয়া, পশ্চিমে লিবিয়া এবং গ্রীস্ আর দক্ষিণে ইথিওপীয়া ও আরবেশ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাস ভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছে। এই বিবরণ যে সর্ব্বতোভাবেই সত্য এমত নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কথাই অধিক অসঙ্গত নহে।

নবম অধ্যায়।

[মনুষ্য সঞ্চার বিষয়ক যুক্তি।]

মনুষ্য দিগের সভ্যাবস্থা সমধিক উন্নত না হইলে লিপি সৃষ্টি হয় না। লিপি সৃষ্টি না হইলে প্রাচীন বিবরণ সমস্ত কেবল স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে কখনই সমুদায় ইতিবৃত্ত রক্ষা পায় না। প্রধান২ এক২টী ঘটনা মাত্র মনে থাকে, আনুষঙ্গিক অপরাপর বিবরণ সকল বিস্মৃত হইতে হয়। অপরন্তু স্মৃতি-সৌকর্য্যার্থে ঐ প্রধান২ ঘটনা সকলও অতি শীঘ্র কবিতা নিবদ্ধ করা যায়। কবিতা নিবদ্ধ করিতে গেলেই অত্যুক্তি প্রভৃতি নানা কাব্যালঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কাল ক্রমে সমুদায় পুরাবৃত্ত অতি বিলক্ষণ উপন্যাস সঙ্কুল

হইয়া উঠে। ঐ সকল ঐতিহাসিক উপন্যাস লিপিবদ্ধ হইলেই তাঁহাদিগকে 'পুরাণ' বলে।

ইহাতেই বোধ হইবে যে, পুরাণ-শাস্ত্র যে কেবল আমাদিগেরই আছে, আর কাহার নাই এমত নহে; প্রাচীন জাতীয় লোক মাত্রেরই পুরাণ আছে। তন্মধ্যে ইহুদী এবং গ্রীক এই দুই জাতির পুরাবৃত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুসঙ্গত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবগত হওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রীকেরা অতিশীঘ্রই প্রকৃত পুরাবৃত্ত বিরচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই ঐ দুই জাতির গ্রন্থ হইতে প্রাচীন বিবরণ সমস্ত সঙ্কলন করিয়া থাকেন। পরন্তু তাহাতেই যে অতিপূর্ব্ব কালের সমস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত বোধ হয় না।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন দেশেরই সম্যক আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্বজাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে

যে তাহারাও ঐ দেশ অন্য কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থানে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাসই নাই—কেবল কতকগুলি সমাধি নির্ম্মাণ তাহাদিগের ভাষার কতিপয় শব্দমাত্র, অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্র শস্ত্রাদি অবশিষ্ট আছে: কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিম নিবাসী ছিল ইহারই বা প্রমাণ কি?। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কলম্বস নামক অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃঃ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয় দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল রক্তাঙ্গ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানাস্থানে সুবৃহৎ দুর্গ-প্রাচীর এবং সমাধি স্থান সমূহ দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে ঐ সকল দেব-নির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে, ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন অতি সুসভ্য জাতি আমেরিকা খণ্ডে বাস করিয়াছিল। তাহাদিগের বংশধরস্ত হইলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে জর্ম্মেন জাতীয় লোক সকল প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে কেল্টিক জাতীয়রা নিবাস

করিত। জর্ম্মেন্ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেশীয় জাতীয় লোক এবং উহাদিগের ভাষা ইরাণী প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে অন্য কোন জাতি বাস করিত তাহার ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেশীয় বর্ণের নহে। তাহারা মোগল্ জাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগল জাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে তাহারাও ককেশীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেশীয় বর্ণ সম্ভুক্ত। ইহাতেই বোধ হয় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্য সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন তাহারও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকা খণ্ডেরও স্থানে২ ককেশীয় বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্ব দক্ষিণে যে হটেণ্টট্ জাতি নিবাস করিতেছে তাহারাও মোগল জাতীয় লোক এমত বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই এমত অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগল জাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেশীয় এবং ইথিওপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীত হইবে যে কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে মনুষ্য জাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে তাহাও যুক্তি সিদ্ধ নয়। ভূতত্ত্ব-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্য জাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্বে তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

দশম অধ্যায়।

[মনুষ্য সমাজ।]

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার পরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই সকল দ্রব্য যে কত যত্ন ও কত পরিশ্রম সাধ্য তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক২টী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম, ও কতকাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ লৌহাদি ধাতু আমাদিগের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌহের কথা দূরে থাকুক, লবণ যে, এমত প্রয়োজনীয়

দ্রব্য যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন২ দেশের লোকে এমত বর্ব্বর ছিল যে তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ২ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন্ মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বর দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক২ প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন্ তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপ কথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অব্যবহিত সময় হইতেই মানবগণের যে২ প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ২ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একেবারে বহু সংখ্যক লোক মিলিত হইয়া এক২ সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন প্রণালী প্রস্তুত করে এমত নহে। প্রথমে কেবল এক২টী পরিবারের লোক সকলই একত্রে থাকিত, পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না।

পরন্তু মৃগয়া দ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন২ দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয়ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিন যাপন করিতে হয়। বারং এইরূপ হইলে, সুতরাং মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পাশু-পাল্য-বৃত্তি অবলম্ব করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোক সকল আপনাপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া স্থানেং ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন-প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পাশুপাল্য দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয় কৃষি দ্বারা তদপেক্ষা অধিক মনুষ্যের স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে, এই জ্ঞান কোন২ জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভাবিত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বরা ভূমি খণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার প্রথমে মানবগণ কুল-তন্ত্রতারই বশীভূত থাকে। কিন্তু অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিক সংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি

আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এই রূপে তিন চারিটী কুল একত্রিত হইয়ে তৎসমুদায়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকল জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় রাজা সকল যুদ্ধ দ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ বিগ্রহাসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ সুবিস্তৃত হইয়া উঠে।

একাদশ অধ্যায়।

[শাসন প্রণালী।]

একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত সর্ব্বাধিক বুদ্ধি-বিদ্যা-সম্পন্ন কতক গুলি লোক প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। ভূপতিগণ যত দিন স্বধর্ম্ম পরায়ণ থাকেন তত দিন ইহাঁরা রাজার পক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্ব্বৃত্ত হইলে, যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপে কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজক পক্ষে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকগণ প্রায়ই সর্ব্বস্থলে জয়বিজয় হইয়াছেন।

আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ না হইয়াছিল সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজক-দিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের একমাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্যে নিরন্তর যুদ্ধে প্রজামাত্রে নিঃশেষিত হইত।

রাজ-দৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদায় প্রজার রাজা করিতেন। কিন্তু আপনারাও যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান২ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজ কার্য্যের মন্ত্রণা করেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্যধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা তাঁহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না।

এইরূপে শাসন-শক্তি, রাজা, যাজক এবং ভূম্যাধিকারি বর্গ ইহাঁদিগেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজা-সাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমেং জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া দেশ মধ্যে শান্তি রসের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্ বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্য দ্বারা লোকের ধন সঞ্চয় হয়। তাহা হইলেই ক্রমেং প্রজাসাধারণের মধ্যেও অনেকে আঢ্য হইয়া স্বহস্তে রাজ্য শাসনের ভার লইতে ইচ্ছা করেন। প্রজাসাধারণের মধ্যে অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজ-শক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁ-রাই রাজ্য শাসন কর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতক গুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজ-শক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিরা এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়রা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোথাও এতদূর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউ-রোপেও অদ্যাপি প্রজা সাধারণের বিশেষ গৌরব নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে তাবৎ কাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহাং কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্বং পিতৃ মাতৃ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হইলে স্বাধীন হইয়া থাকে, মনুষ্য সমাজেও ঠিক সেই রূপ ঘটে। একান্ত বর্ব্বর

দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূম্যধিকারিবর্গ ইহাঁরাই প্রজা সাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্রজা-গণের বিদ্যোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমেং স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বিদ্যাই বল। সমাজ মধ্যে যাঁহারা অ-ধিক বিদ্যাসম্পন্ন হইবেন তাঁহাদিগেরই হস্তে অধিক রাজ-শক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিযমের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন্ যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতেং আ-রও একটী অতিআশ্চর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন-পরামর্শী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন, আ-বার ভূম্যধিকারী-কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র আর আচ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্তু, প্রজা-সাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী। সকলেই স্বং হস্তে সম-ধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা করাতেই সমাজের কর্ম্ম সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে—কেহই অত্যন্ত প্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না। আর যদি

করে তবে, অতি শীঘ্রই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনুষ্য সমাজকে একটী তুলা দণ্ড স্বরূপ বোধ হয়। যেমন তুলাদণ্ডের এক২ দিকের ভার স্ব২ অভিমুখে ঐ দণ্ডকে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা পায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের উভয় দিক হইতেই সমান আকর্ষণ হওয়াতে দণ্ড সাম্যাবস্থ থাকে, তেমনি সকল দলই স্ব২ মতানুযায়ী কর্ম্ম করিবার চেষ্টা পাইয়া সমাজের সাম্যাবস্থা প্রতিপন্ন করিয়া রাখে। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নিয়মকে 'সামাজিক-সাম্যাবস্থার নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয়ত সমাজ একেবারে হীন বল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ২ রাজ-বিদ্রোহাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(ব্যবস্থা-প্রণালী।)

যদি মনুষ্য মাত্রেই জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে স্বচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিত—কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না। সুতরাং কোন প্রকার শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহারই মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত; আর নিজ২ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। সকলেই সুশিক্ষিত না হইলে আত্মম্ভরি হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেই শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের আদিমাবস্থায় যখন্ একং টী পরিবারের লোক মাত্র একত্রে সম্বদ্ধ থাকে, তখন্ ঐ পরিবারের কর্ত্তা যে রূপ শাসন করেন, সকলে তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে

তদ্দ্বারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাত শূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতি গণ স্বং ইচ্ছা এবং জ্ঞানানুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণ বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যেং প্রকারে স্থল বিশেষে বিচার করিয়া যান, তাহা সকল লোকের হৃদগত হইয়া থাকে। তাঁহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে নিন্দা হয় এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এইরূপে ব্যবস্থা সমস্ত ক্রমেং স্থির হইয়া উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদায়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই ঐ সকল ব্যবস্থা লিপি বদ্ধ হয়। যে মহাত্মা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তত্তদ্দেশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন্। আমাদিগের দেশে উহাঁদিগকেই 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেশভেদে ও তত্তৎকালীন ব্যক্তি দিগের অবস্থা ভেদে ঐ সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোনং বিষয়ে তাহাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল

বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ২ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল বহুপূর্ব্ব কাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসেই ঐ সকল ব্যবস্থাকে ঈশ্বরপ্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন২ মহাত্মাদিগের প্রণীত বলিয়া লোক সকলের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহারা আপনারদিগের গ্রন্থে কেবল লৌকিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নিয়ম মাত্রের নির্দ্দেশ করেন না। তৎসমভিব্যাহারে পারত্রিক ধর্ম্ম কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু এক নিয়মে সর্ব্বকাল চলে না। দেশের অবস্থা ভেদে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যেমন শৈশবের পরিধেয় যৌবনে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তেমনি মনুষ্য-সমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা ব্যবসায়ী লোকাশ্রিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার সঙ্কীর্ণ নিয়ম প্রণালীতে সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এইরূপে ব্যবস্থা সকল মধ্যে২ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহা হইলেই ব্যবস্থা-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মের আচার গত, অপর ভাগ লৌকিক ব্যবহার সম্পৃক্ত।

সকল দেশেরই 'স্মৃতি শাস্ত্র' এইরূপ আচার-কাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

বন্য দশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলেরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে। এবং সেই সকল দ্রব্যাদি আহরণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্য রত্ন তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তখন মনুষ্যের ধন বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণ নাশ করা উভয়েই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থা মাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্য-বিষয়ক-অপরাধে এবং পর-শরীর-বিষয়ক-সাহস-কর্ম্মে কোন অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও২ অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। কোন২ দেশের আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অমুক পদের লোককে মারিলে এত টাকা দণ্ড দিতে হইবে, তাহার উচ্চ পদের কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে তাহার দ্বৈগুণ্য বা ত্রৈগুণ্য প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইরূপ জঘন্য ব্যবস্থা সকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্য-বিষয়ক-অপরাধের দণ্ড এক প্রকার, আর শরীর-বিষয়ক-অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহার-কাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের

নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারি আইন'।

ব্যবহার-কাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহুস্থলে সমানই থাকে। একেবারে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈরসাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হাত-কাটা, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর কাহাতেও বা অগ্নিদ্বারা দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও২ এমত আইন প্রচলিত ছিল যে অধমর্ণকে একেবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে২ আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারি-বর্গ এবং যাজক-মণ্ডলী ইহাঁরাই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ২ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজা সাধারণের প্রতিও উহার কোন২ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজের শাসন প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হইতে থাকে এবং

মনুষ্যমাত্রের হিতাহিত জ্ঞান যত প্রবল হয়, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈরনির্য্যাতক ভাব পরিত্যাগ করে এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয় তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন২ দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ধর্ম্মপ্রণালী।]

কার্য্যকারণ সম্বন্ধজ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোন দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি শৈশবাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। আর যদিই এমত কেহ থাকে, তবে তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য করা আবশ্যক। যাহা কিছু দেখি, তাহারই মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না।

যেমন কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ, তেমনি যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না

পারা যায়, তদবলোকনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হ
মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্থল বিশেষে ঐ বিস্ময়
ভক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে একটী
ভাবের আবির্ভাব করে। সেই ভাবের নাম 'আ
এবং ঐ ভাব যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হইয়
সেই 'আরাধ্যবস্তু'। যদি আরাধ্যবস্তুর স্থানে
অভিপ্রেত যাচ্ঞা করা যায় এবং তজ্জন্য কো
ষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেই উহার 'পূজা' করা
ভাব পরিশূন্য মনুষ্য কোথাও কখন জন্মে না
তাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। অতএব যেমন ক্ষুধা, তৃষ
দিগের শরীরধর্ম্ম, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আ
মানসিক প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু যাহা
বৃদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও তেমনি,
অথবা মলীমস হইয়া থাকে। এই নিয়মের
অন্যথাভাব ঘটিতে পারেনা। পুরাবৃত্তানুসন্ধ
বিভিন্ন দশাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেরূপ প্র
প্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ত
বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

প্রাকৃতিক-ব্যাপার সমস্ত যত অধিক পর্য্যালো
ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একরূপী কারণ হ
বিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই
কারণকে পণ্ডিতেরা 'প্রাকৃতিক-নিয়ম' বলিয়া
করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই

যেন ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাদিগের নিয়ম প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐ সকল ব্যাপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম প্রকাশ হইলেও উহারা সেই রূপ থাকে। নিয়ম জানাতে কেবল আপদনাদিগের কার্য্যের কতক সুবিধা হয়, এই মাত্র লাভ।

কিন্তু যখন প্রাকৃতিক-ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হইয়াছে, তখন্ প্রত্যেক প্রকৃতি-কার্য্যই অতি অদ্ভুত রসাস্পদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অগ্নি দ্বারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইতে বারি পড়িতেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিস্ময়-জনক হয়। অদ্যাপি ঐ বিস্ময়ের যে, সম্পূর্ণ রূপ অপগম হইয়াছে তাহাও নহে: কিন্তু এক্ষণে জনগণ উহাদিগের একং টী নিয়ম-রূপ-কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তখন্ ঐ সকল নিয়মের নামও জানা ছিলনা। সুতরাং অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্য সমুদায়ে অবিচিন্তনীয় বিশেষং শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা হইত। ঐ সকল শক্তির উপাসনাই মনুষ্যদিগের আদিম ধর্ম্ম। এই আদিম-ধর্ম্ম এক্ষণে 'জড়োপাসনা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যখন্ জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন্ উপাসকেরা স্বং দেব-শরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এই

রূপ বোধ করিয়া থাকে। যে জল বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ত্তিমদ্দেবতা-বিশেষ ভাবে। কিন্তু অতিশীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক, ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ঐ সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একং জন আছেন, এমত বোধ হইতে থাকে। তখনকার ধর্ম্ম-প্রণালীকেও জড়োপাসনা বলা যায়। কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। ইহাতে পূজা কালীন দেবতার আবাহন এবং পূজাবসানে বিসর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে।

ঐ কাল হইতেই গগণবিহারী জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের উপাসনা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। মর্ত্ত্যের বায়ু, জল মৃত্তিকা, বহ্নি অপেক্ষা ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যে অবশ্য উৎকৃষ্ট তাহার কোন সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ আলোকের সহিত জীব মাত্রের এমত সম্বন্ধ, যে তদ্দর্শনেই সকলে পুলক-পূর্ণ হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন জগতে পুনর্জ্জীবন্যাস হয়। অতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সূর্য্যাতপ সংযোগে পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সূর্য্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী, এমন আর কেহ নাই। যাজকেরাও এই সময় হইতে জ্যোতির্বিদ্যার

অনুশীলন আরম্ভ করেন। সুতরাং 'জ্যোতিষ্ক-উপাসনাই' এই সময়ে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্ম-প্রণালী পূর্ব্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় বটে, কিন্তু ইহার উপাস্য-পদার্থ, দূরবর্ত্তী এবং অবিনশ্বর ও হিত-কারী বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান।

মনুষ্যের ধর্ম্ম-জ্ঞান এই পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে২ আর এক প্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মানবগণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি সমুদায় স্ব২ বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎসমুদায়কে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। কিন্তু জীবন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকার-জনক। জীবন কি? কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন। অতএব সর্ব্ব স্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রাণি-উপাসনার'ও আরম্ভ হইয়া থাকে। তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ দৃষ্ট হয়, সকলেতেই কোন গুহ্য দেব-শক্তি বর্ত্তমান আছে এমত প্রতীতি হয়। বিশেষতঃ যে সকল জন্তু মনুষ্যের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট-শক্তি-সম্পন্ন, তাহাদিগের উপাসনার সমধিক গৌরব হয়।

এই রূপ প্রাণি-পূজা এবং পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্ক-পূজা, উভয় প্রথা কিছুকাল একত্রিত হইলেই উপাসনার আর

একটী নূতন প্রণালী জন্মে। যে সকল ব্যক্তি সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু জয় করেন, অথবা প্রয়োজনোপযোগী শিল্প নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হন। এই রূপে মনুষ্যোপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্ব প্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্যক। এই হেতু প্রথমহ যে সকল মনুষ্য, দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা প্রায়ই জ্যোতিষ্কদিগের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাও সাকার উপাসনা বটে, কিন্তু ইহার বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক; কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শত্রুজয় এবং শিল্প নির্ম্মাণ মাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক চমৎকার-জনক-শক্তি-সম্পন্ন আর কে হইতে পারে? জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্ক গণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকার-জনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষয়িক সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলেরই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়-জনক, এমত কিছুই নয়। জ্ঞান অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ,

খদ এবং বিস্ময়-জনক পদার্থ আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে, নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন তাহার সন্দেহ কি?। তাঁহারা চস্থায় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম 'অবতারোপাসনা'। অবতার উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যগণের দিন২ ধর্ম্ম বৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নর জাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপরূপে পরিচিত হয়েন; এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

এই বিষয়োপলক্ষে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলেও কোথাও পূর্ব্ব প্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় না। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত পর ধর্ম্মটীর সংযোগ হইয়া কিছুকাল দুইটী এক সঙ্গে চলিতে থাকে। ক্রমে দ্বিতীয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটী তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার পর তাহারা বানান, ফলা প্রভৃতি সমুদায় শিখে, কিন্তু সেই সকল শিখিবার সময় যে বর্ণমালা ভুলিয়া যায় এমত নহে—বস্তুত ঐ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা অপর গুলি শিখিতে পারে—ধর্ম্ম শিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। জড়োপাসনার পর জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর উপাসনা আরম্ভ হয়। পরন্তু তৎকালে জড়োপাসনাও একেবারে

পরিত্যক্ত হয় না। প্রত্যুত জড়োপাসনাধীন উপাসনার বিধি সমস্ত যেরূপ শিক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ্ক উপাসনায় সেই সকল বিধিই প্রচলিত হয়। এই রূপ সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[শিল্প-প্রণালী এবং বাস্তু-শিল্প।]

যেরূপ মানব জাতির ধর্ম্ম-প্রণালী, ব্যবস্থা-প্রণালী, শাসন-প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেই রূপ শিল্প বিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা২ কথিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব২ নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপনাপন বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব২ গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র২ জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্ত রূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিতেন,

সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতি ভেদে কোথাও বা তরু-স্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবী গর্ত্তে, বর্ব্বর নরগণের আবাস হয়। শীতপ্রধানদেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধানদেশে তাহাদিগের বাস তরু তলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে২ ঐ সকল আবাস-গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল, গর্ত্তের মুখ প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক২টী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র মাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠ-দহন-জাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে এবং শিলা বা অস্থি নির্ম্মিত শরমুখাদি অস্ত্রও স্থানে২ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলা-নির্ম্মিত, একটীও ধাতু নির্ম্মিত নয়। আর তখনকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাস-গর্ত্ত অনেক গুলি করিয়া এক২ স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও মনুষ্যেরা এক২ প্রকার সমাজ সম্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষা সৃষ্টির প্রথম আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বন্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ২ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরি ভাগে এক প্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদি পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তল-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোনং ধাতুর ব্যবহার শিখিয়া থাকিবে।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্পকাল মধ্যেই মনুষ্যদিগের মনে হিংস্র পশুর ভয় অনেক ক্রমশ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তখনকার যে সকল আবাস স্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তদ্দর্শনে বোধ হয়, যে তখনকার লোক সকল লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমেং প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে

পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয় দ্বারা অতিশীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে সভ্যতা সঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ, আসিরিয়া, বেবিলন্, মিশর, নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে প্রাচীন প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর। তাহাদিগের কাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তল ঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম-জ্ঞান, অতিস্পষ্টরূপেই প্রতীতি হয়। পরন্তু তৎসমুদায়ের বিশেষ২ বিবরণ লিখিতে হইলে অনেক বাহুল্য হইয়া উঠে, অতএব এই স্থলে উহাদিগের সামান্য লক্ষণ এবং আর কএকটী হর্ম্ম্য প্রণালীর উল্লেখ মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইব।

[মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকাখণ্ডের মধ্য-ভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদ সমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে

তৎসমুদায়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে, সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্য-প্রণালী তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার প্রথম চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলিতে এবং গ্রীসে যে অতি প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং যে সমস্তকে কেহ২ 'সাইক্লোপিক' (অর্থাৎ অসুর-নির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহাতে প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া উপরিভাগে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ২ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তর ফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে অপরবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা একস্তম্ভ হইতে অন্যস্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ থাম সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ২ ভাস্করীয়-শিল্পও গৃহের স্থানে২ থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও২ পর্ব্বতের অন্তর ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকা দ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে প্রবল ও শিল্প-কুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রয়োজন বশতঃ ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে আশ্চার্য্য নহে।

[গ্রীক্ হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

গ্রীকেরা মিসরীয় দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা মিসরীয় দিগের হর্ম্ম্যবিদ্যাও শিখে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের অসাধারণ সহৃদয়তাগুণে অল্পকাল মধ্যেই ঐ শিল্প বিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরলা রেখা সকল মাত্র রাখিল। ইহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক

দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হর্ম্ম্য প্রণালীকে ‘ডোরীয়’ কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎ কাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাস পরিমাণের ৮।৯ গুণ করিত; স্তম্ভের নীচে সম-চতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক ‘কান্ মোচড়া’ করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য যে অধিক হইবে তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে ‘আইওনীয়’ প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ পল্লবযুক্ত-বৃক্ষ শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে ‘কোরিন্থীয়’ কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু উহা-দিগের অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা প্রভৃতি সাধারণ-সমাগম-গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই অতি সুন্দর স্তম্ভ-শ্রেণী সকল দৃষ্টি গোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্ম্ম্য সকল সমধিক শোভা সম্পন্ন হইবে, আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীক জাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন্ যেরূপ হইয়াছিল তাহাদের তৎকাল-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকলও সেইং প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া

আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন্ গ্রীক জাতির প্রথম অভ্যুদয় কাল সুতরাং লোক মাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য-গুণের আধিক্য, তখন্ হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন্ তাহারা প্রবল পারসিক জাতিকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বল বিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইওনীয় প্রথায় উহাদিগের হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ হইতে লাগিল, পরে যখন্ উহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা কোরিন্থীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল। গ্রীকেরা হর্ম্ম্য-শিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই। পরন্তু দেশ ভেদে হর্ম্ম্য প্রণালীও নানা রূপ প্রচলিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার প্রধান২ কএকটীর উল্লেখ করা যাইবে।

[চীনীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

চীন দেশীয় লোকেরা মোগল বর্ণ সম্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীনদেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমানে তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানেং

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। তখন্ উহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদি নির্ম্মিত তাম্বু মধ্যে অবস্থান করিত। অতএব যখন্ ইহারা চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল এবং পাশুপাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন্ কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সকল আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিল তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য সমস্ত অদ্যাপি সেই রূপই আছে। পর্য্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে চীনীয়দিগের নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন কতক গুলি তাম্বু একত্রে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এমত বোধ হইয়া থাকে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্য স্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের বাটীর ছাদ সকল অবিকল সেই রূপ দেখায়। মোগল জাতীয় লোকের অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!—চীনীয়রা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজ বদ্ধ হইয়া সভ্যরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্বপুরুষদিগের তাম্বু গুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি কাষ্ঠে তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে!

[গথিক্ হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

অনুকরণ বৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্য মাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। বিশেষ এই যে, ককেসীয়রা ক্রমে২ সকল বিষয়েই যেরূপ

উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, মোগলেরা সেরূপ পারে না। ইউরোপের টিউটন্ জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টান ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনেচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা, নিবিড় বন মধ্যে পর্ণচন্দ্রাতপ তলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ২ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জাও তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইবে আশ্চর্য্য কি? বৃক্ষের শাখায়২ মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জা ঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক গির্জার খিলান সমস্ত ঠিক গোল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে একটী২ কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীর গুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে সূচ্যগ্র হইয়া উঠে। এই প্রকার গির্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। ইহাও বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয় তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

[মুসলমানীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকজাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত

পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া উঠিল। উহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমূহ সম্পত্তি শালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে তাহা চীনীয়দিগের ন্যায় তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীকজাতীয়দিগের সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর অনুকরণে অশ্ব-ক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিল এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত, হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেই রূপ খোদকতার বাহুল্য করিল। অপিচ, তাম্বুর বিষ্কম্ভ সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয় ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভ সকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজানসীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতি মাত্র। অতএব উহাদিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল তাহাতেই মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্য-শিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে তাহা কিঞ্চিৎ২ বোধ হইতে পারিবে। ফলতঃ সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ তখন সেই রূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।]

সকল দেশেই সর্ব্ব প্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বেত্তা, দর্শন-বেত্তা, ভূগোল-বেত্তা, ইতিহাস-বেত্তা—ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের এক মাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। উহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ, পুরাবৃত্ত সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিত মাত্র হয় এমত নহে। পূর্ব্বে উক্ত কবিগণ, অথবা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান-লয়-বিশুদ্ধ-স্বর সংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত-বিদ্যা দুইই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই যাহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহাদিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সংগীতের কিছু বৃদ্ধি হইলেই চিত্র-বিদ্যার আবির্ভাব হয় এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্করীয় শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে।

যে পর্য্যন্ত জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত বিভীষিকা-জনক থাকে তাবৎ কাল চিত্রের বা ভাস্করীয় কার্য্যের গুণ সমুদায় বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পায় না। ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার যত্ন করিতে থাকে। তাহাতে শিল্প কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিলেই যে, শিল্পের প্রাধান্য হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাষাণময় মুর্ত্তিতে মানবের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।

প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহারা হর্ম্ম্য-শিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া ছিল, চিত্র এবং ভাস্করীয় কার্য্যেও সেইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করে। ঐ সকল বিষয়ে অদ্যাপি কেহ তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অধুনা সুসভ্য জাতীয় দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্র মাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে ঐ সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি, সুশিক্ষা-সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন না। পরন্তু ইহাঁরা ঐ সকল শিল্পের যে প্রকার ভূরিভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণন যোগ্য নহে। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাদুর্ভাব হ্রস্ব হইয়া আসিলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান কা-

শুের চর্চ্চা অধিক হয়। সেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি শাব্দিকগণ ও বহুসংখ্যায় প্রাচুর্ভূত হয়। তাহার পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ-মূলক পদার্থ তত্ত্বেরও আদ্যারম্ভ হয়। পদার্থ-তত্ত্বানুশীলন আরম্ভ হইলেই নানা প্রকারে বৈষয়িক কার্য্যের সুবিধান হইতে থাকে এবং জন-সাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

[যুদ্ধ প্রণালী।]

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায় ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায়,জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে, বর্ব্বর ব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। অধিকন্তু, সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনেং, কুলেং, সমাজেং, অনুক্ষণ এইরূপে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত তবে সেই

বৈরিতা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে উহার শান্তি ছিল না। যখন রাজ-শাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় দাত্র, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুচর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে মনুষ্য সমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন২ উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার-সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখিত লোক সকল তাদৃশ অর্থব্যয়ে সমর্থ হয় না; যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না। যাহাতে শরীরের বল বাড়ে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদি চালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ-ব্যক্তিরা যে, এক২ জনে নিরস্ত্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল শত২ সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদি-

গকে, পরাভব করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয় এই জন্যই সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন কবিতায় তাদৃশ যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি স্বীকার করিলেও, ঐ সকল বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমত বোধ হয় না। তখন এক২ জন মহারথ যে বহুসঙ্খ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ, বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই২ দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি, যুদ্ধকালে রথী অশ্বারোহ এবং গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতি গণের প্রতি অধিক আদর করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধ প্রণালীও যে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা হোমার বিরচিত মহাকাব্য দর্শনেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী অবধারিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারি বর্গের সম্মান লাঘব হইল। প্রজামাত্র ভূম্যধিকারী হইতে পারিল। সুতরাং তাহাদিগের নিতান্ত দারিদ্র দশা না থাকাতে সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিল। বিশেষতঃ গ্রীশদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতীয়; তাহা অশ্বারোহ সৈন্যের বিশেষ বিক্রমের

স্বল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পাদাতিক গণ অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যে খানে পদাতি সৈন্যের সমাদর তথায় রাজ্য-শাসন-প্রণালীও নিতান্ত অযন্ত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যের সমধিক আদরও ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সম্মুখে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকই সংগ্রাম করিতে পারে নাই। যে এ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই, যেমন অনলে তৃণ দগ্ধ হয় তদ্রূপ, অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ-প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিয়াছে, দেখা যায়। যখন উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারি বর্গের প্রাধান্য ছিল তখন পাদাত সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণের ও মর্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমর প্রণালীর আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন রাজ্যের প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব২ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব২ ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্ব-গৌরব

হইলে আর এইরূপ থাকে না। রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতক গুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত হয়। তাহারা রাজ-কোষ হইতে যাবজ্জীবন ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কেবল যুদ্ধকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে।

এক্ষণে যুদ্ধ একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছেন। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, সভ্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যা বাহুল্য প্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি শান্তি রসেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষেরও পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি নিরর্থ অত্যাচার হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে তাহার প্রাণনাশ করা হয় না—প্রজা মাত্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না—ইউরোপীয় কোন রাজা প্রবল হইলে অমনি দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হন না—এবং কোন২ সদাশয় ব্যক্তির মনে২ এমত ভাবোদয়ও হইতেছে যে কোনরূপে যদি একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলেই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

মিসরীয়দিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়

[মিসর দেশ এবং মিসরীয়দিগের প্রকৃতি।]

মিসর দেশ আফ্রিকা খণ্ডের ঈশান কোণে অবস্থিত। এই দেশ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত প্রাচীন জাতি সুসভ্য হইয়া বিদ্যা চর্চ্চা, ধৰ্ম্ম-প্রণালী সংস্থাপন এবং শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মিসরীয়েরা তাহাদিগের কাহা অপেক্ষাও কোন অংশে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন মিসরীয়দিগের আচার, ব্যবহার, রাজ্য-শাসন এবং ধৰ্ম্ম-প্রণালীর সহিত আমাদিগের আচার ব্যবহারাদির এমত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন অতি পূর্ব্বকালে এই উভয় জাতির যে বিশেষ সংস্রব ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতে থাকে।

মিসর দেশের প্রকৃতি অতি চমৎকার। ইহাতে বৃষ্টি প্রায় হয় না। আর মধ্যে২ পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিক হইতে যে বায়ু প্রবহমাণ হয়, তাহাতে সমূহ বালুকা রাশি

উড্ডীন হইয়া আইসে এবং সমুদায় দেশটীকে আপ্লুত করিয়া ফেলে। এক নীল নদীর গুণেই এই দেশে লোকের বাস হইয়াছে। ঐ নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয় এবং সেই বন্যার জলে সমুদায় দেশটী উত্তমরূপে সিক্ত ও কর্দ্দমিত হওয়াতে ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়। কিন্তু নীল নদীর জল যে আপনা হইতেই সমুদায় দেশটীকে প্লাবিত করে, এমত নহে। স্বভাবতঃ উহার জল কোথাও পাঁচ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা এত বাঁধ বাঁধিয়া এবং খাল কাটিয়া গিয়াছে যে, সেই সকল উপায় দ্বারা অদ্যাপি মিসর দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইতেছে। আধুনিক মিসরীয়দিগকে প্রায় কিছুই করিতে হয় না; বীজ বপন করিয়া পরে যথা কালে শস্য কাটিয়া আনিলেই স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ঐ সকল বাঁধ এবং জল-প্রণালী না ছিল, তখন যে লোক সকলকে কত পরিশ্রম ও নিরন্তর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ ঐরূপ পরিশ্রম এবং যত্ন করিতে হইয়াছিল বলিয়াই প্রাচীন মিসরীয়েরা নানা সদ্গুণ-সম্পন্ন এবং অতীব বিভব ও কীর্ত্তিশালী হইতে পারিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে জীবিকার নিমিত্তে খাল কাটিতে, বাঁধ বান্ধিতে এবং সুবৃহৎ হ্রদাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং যখন আর ঐ সকল কর্ম্ম না করিতে হইল, তখনও

ক্তাভাস গুণে উহারা জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা এবং পিরা-মিড্ সকল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ যাহারা পরিশ্রমী হয় তাহারা কখনই কেবল নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্ম গুলি সম্পন্ন করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না।

ঐ সকল নির্ম্মাণের প্রস্তরোপরি অদ্যাপি মিসরের নানা স্থানে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ থিব্স, মেম্ফিস্, কার্ণাক এবং লক্সর প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা দর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য গুণ অনুভব করিতে পারা যায় না। ঐ সকল নির্ম্মাণের স্তম্ভ ও প্রাচীরাদি নানারূপ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল চিত্র মিসরীয় লিপি। অধুনাতন প্রাচীন মিসরীয়দিগের বর্ণমালা অর্থাৎ অক্ষর ছিল না। উহাদিগের বর্ণস্থলে চিত্রমাত্র। পশুপক্ষ্যাদির মূর্ত্তি, জ্যোতিষ্ক নিচয়, বৃক্ষাদি, মনুষ্য, শরীরের বিশেষ অবয়ব, ইত্যাকার বিবিধ চিত্র, দ্বারা মিসরীয়েরা লিপি কার্য্য সম্পন্ন করিত। এ পর্য্যন্ত প্রায় নয় শত প্রকার ঐ চিত্রময় অক্ষর দৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ সকল চিত্রের যে কখন অর্থ বোধ হইতে পারিবে ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স দেশাধিপতি মহাবীর 'নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির' সময়ে 'রসেটা' নামক নীল নদীর মুখবর্ত্তী দুর্গে এক খানি প্রস্তর-ফলক উৎখাত হইয়াছে। সেই প্রস্তরটীতে একই বিষয় তিন প্রকার অক্ষরে লিখিত ছিল। সর্ব্বোপরি চিত্রময় অক্ষর

মধ্যে মিসরীয়দিগের সাধারণ অক্ষর এবং সর্ব্ব নিম্নে গ্রীক্ অক্ষর। ঐ প্রস্তর-ফলক দেখিয়া 'সাম্পোলিয়ন' নামা ফ্রান্স দেশীয় বিচক্ষণ পণ্ডিত, মিসরীয় চিত্রময় অক্ষর পাঠ করিবার উপায়াবধারণ করিয়াছেন।

প্রাচীন মিসরীয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাদি অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—আর 'পিরামিড্' গর্ভে, অথবা অন্যান্য হর্ম্ম্য মধ্যে যে দুই এক খানি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অদ্যাপি সম্যক রূপে অর্থ বোধ হয় নাই—কিন্তু উক্ত হর্ম্ম্য সকলের গাত্রে যে নানা প্রকার চিত্র দৃষ্ট হয় তাহার দ্বারাই মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা অনেক জানা যাইতে পারে। ঐ চিত্র সকলে কোথাও মিসরীয়দিগের দ্বারা হল চালন হইতেছে—কোথাও বীজ বপন হইতেছে—কোথাও শস্য কর্ত্তন হইতেছে—কোন স্থানে উহারা দ্রাক্ষালতার চর্শ করিতেছে—কোন স্থানে মেষাদি পশু চারণ করিয়া বেড়াইতেছে—আর কোন স্থানে কুক্কুর বা পোষিত সিংহ সমভিব্যাহারে করিয়া ধনুর্ব্বাণ এবং ফিঙ্গা হস্তে মৃগয়া করিতেছে। বিশেষতঃ ঐ সকল চিত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা মৎস্য ও পক্ষী ধরিতে সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিত। আবার, নাগরিকদিগের যে সকল চিত্র বর্ত্তমান আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কোথাও মিসরীয়েরা কাষ্ঠ-ফলকে খোদকতা করিতেছে, কোথাও বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কোথাও চিত্র কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া আছে, আর কোন২ স্থলে

স্বর্ণ, রজত, হীরকাদি যোগে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছে। মিসরীয়েরা অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক শব রক্ষা করিত। ঐ সকল শবের গাত্রে যে বস্ত্র সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, উহারা বস্ত্র বয়নে অপরিসীম নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। উহারা কাচ প্রস্তুত করিতেও জানিত। আর এক প্রকার জলজ শর জাতীয় বৃক্ষের পত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিত।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র সকল হইতে মিসরীয়দিগের গৃহোপকরণ এবং আহার বিহারের রীতিও অনেক জানিতে পারা যায়। ফলতঃ তদ্দর্শনে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা বাস্তবিক গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও সাংসারিক সুখভোগে নিতান্ত বিরত ছিল না। তাহারা অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধ পিঞ্জরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিত না। গীত, বাদ্য, পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ এবং মল্ল যুদ্ধ দর্শন করিতে, স্ত্রী পুরুষ অনেকে মিলিত হইয়া পান ভোজনাদির বিলক্ষণ সমারোহ করিত।

মিসরীয়দিগের ভাস্করীয় শিল্প হইতে এতাবৎ সমুদায় অবগত হওয়া যায় এবং তাহারা এই শিল্প কার্য্যে যে, কত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উহাদিগের ভাস্করীয় কর্ম্ম সকল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা কখনই গ্রীকদিগের তুল্য হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনো

প্রকার অদ্ভুত নির্ম্মাণ করাতেই মিসরীয়শিল্পিগণ বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছিল। সিংহের পা এবং মনুষ্যের মুখ মিলিত করিয়া উহাদিগের প্রসিদ্ধ 'স্ফিংস' নামক মূর্ত্তি সমস্ত নির্ম্মিত হইত। এই রূপ আরও অনেক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যে খানে প্রকৃত মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে সে স্থলেও উহারা মনুষ্যের আকারগত বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। শারীর-সংস্থান-বিদ্যার অগ্রগতি প্রযুক্ত বর্ত্তমান ভাস্করগণ এবং প্রাচীন গ্রীক শিল্পিগণ যেরূপে অস্থি ও মাংসপেশী প্রভৃতির কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও নিম্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, উক্ত মিসরীয় শিল্পে তাহার কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না। মিসরীয়েরা যে, প্রকৃতির অনুকরণ দ্বারা শিল্প শিক্ষা করিয়াছিল এমত অনুভব হয় না। উহারা যেন কতকগুলি কল্পিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই শিল্প নির্ম্মাণ করিত, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। তৃতীয়তঃ, মিসরীয়দিগের খোদিত মূর্ত্তি সকলের মুখাবয়ব দেখিয়াও ঐ রূপ বোধ হয়। মুখাবয়ব গুলি সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু উহা দ্বারা আন্তরিক ভাব কিছুই স্পষ্ট প্রকাশ পায় না।

মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য শিল্পও এই দোষে দূষিত। উহাদিগের নির্ম্মাণ সমস্ত অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় এবং অদ্ভুত বটে, কিন্তু সমুদায় সৌন্দর্য্য লক্ষণে লক্ষিত নহে। ফলতঃ মিসরীয়েরা অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সক্ষম ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন কর্ম্মই

তাদৃশ সমীচীন সহৃদয়তা সহকারে নির্ব্বাহিত করিতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আর এক প্রমাণ এই যে, মিসরীয়েরাই সর্ব্ব প্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদিগের অক্ষর চিত্রময়, তদ্দ্বারা লিখন পঠন সামান্য আয়াস সাধ্য নহে। উহাদিগেরই স্থানে শিক্ষা পাইয়া ফিনিসীয়েরা প্রকৃত বর্ণমালার সৃষ্টি করিল, এবং মিসরীয়েরা আবার উহাদিগেরই স্থানে বর্ণ-লিপির উপদেশ গ্রহণ করিল। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মিসরে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। এক প্রকার কেবল যাজক বর্গেরই ব্যবহৃত ছিল, তাহা চিত্রময়—আর এক প্রকার সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহৃত ছিল, তাহা ঐ ফিনিসীয় বর্ণেরই অনুকৃতি মাত্র এবং বর্ণময়। মিসরীয়দিগের গ্রন্থাদি সমুদায় চিত্রময় অক্ষরেই লিখিত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রণালী।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিসরীয়েরা অতি গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিল। অনুমান হয়, মিসরীয়েরা প্রথমে অদ্বৈত বাদী ছিল—অর্থাৎ উহারা জগৎকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিত। ক্রমে ঐ অদ্বৈত-বাদ বিলুপ্ত হইয়া জন-সাধারণ পৌত্তলিকতায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার কারণ

এই যে, মিসরীয় যাজকেরা ঐশী শক্তিকে নানা প্রকার প্রতিরূপ দ্বারা প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং সেই সকল ভিন্ন২ শক্তির ভিন্ন২ নামও কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ অজ্ঞ জনগণ ঐ সকল শক্তি এবং নামের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বোধে অক্ষম হইয়া পরিশেষে যে উক্ত প্রতিরূপ গুলিকেই পূজার্হ জ্ঞান করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এই রূপেই মিসরে পৌত্তলিকতার সঞ্চার হয়।

মিসরীয়দিগের মতে ঈশ্বর স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই দুই শক্তির মধ্যে একটীর নাম 'নেফ'। উহা অনন্ত কাল ব্যাপক এবং অবিকৃত—দ্বিতীয় শক্তির নাম 'পৃথা'; ইনিই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। আর 'আমন্' নামক অপর শক্তি স্বতন্ত্র দেবতা বিশেষের আকারে সমুদায় জগৎ পালন করেন। মিসরীয়দিগের আর দুইটী প্রধান দেবতা ছিল 'অসিরিস্' এবং 'আইসিস্'। আমাদিগের দেশে শিব ভগবতী যে আকারে পূজিত হন ইঁহারাও সেই রূপে পূজিত হইতেন। বস্তুতঃ অসিরিস্ এবং আইসিস্ নামে, মিসরীয়েরা প্রকৃতির প্রসব-শক্তিরই পূজা বিধান করিত। আমরা রজোগুণাত্মক অসুরগণের সহিত যেরূপ দেবতাদিগের যুদ্ধ বর্ণনা করি, মিসরীয়েরাও সেই প্রকার 'তাইফন্' নামক অসুরের সহিত অসিরিস্ দেবের সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। জন্তুর মধ্যে গো, কুক্কুর, বিড়াল, আইবিস্ নামক সারস বিশেষ, বাজপক্ষী এবং কতিপয় মৎস্য, মিসরের সর্ব্বত্র পূজ্য হইত।

অন্যান্য জন্তুর পূজা দেশ-সাধারণে প্রচলিত ছিল না। কোন প্রদেশে যে জন্তুর পূজা হইত তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রদেশে উহাকে নিতান্ত অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। এই প্রযুক্ত কখনং দুই প্রদেশের লোকে ঘোরতর বিবাদ এবং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইত। কোথাওং মিসরীয়েরা কোন জন্তুর জাতি মাত্রকেই পূজ্য জ্ঞান না করিয়া বিশেষং লক্ষণাক্রান্ত একংটী পশুকে পূজা করিত। মেম্ফিস্ মহানগরীতে যে 'এপিস্' দেবের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ। সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ কেবল ললাট দেশে ত্রিকোণাকার শ্বেত বর্ণের চিহ্ন সংযুক্ত এবং পৃষ্ঠ দেশে বাজ পক্ষীর আকার চিহ্নিত, এমত লক্ষণযুক্ত গোকে 'এপিস' বলে*। এপিসের সেবকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালজ্ঞ হয়।

মিসরীয়েরা জন্মান্তর স্বীকার করিত এবং স্বর্গ নরকও মানিত। তাহাদের মতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার জীবাত্মা ক্রমেং ভূচর, জলচর, খেচর সকল প্রাণীর দেহ ধারণ করে, এবং পরিশেষে তিন সহস্র বর্ষের পর পুনর্ব্বার মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। মিসরীয়দিগের যমলোকের নাম 'অমিস্থি'। অসিরিস সেই স্থানের অধিপতি।

* এইরূপ গো পুরোহিতেরা কৌশলপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহার সন্দেহ নাই।

তিনি পুণ্য পাপ বিচার করিয়া মনুজ দিগকে স্ব২ কর্ম্মের ভোগ প্রদান করেন। মিসরীয়রা ইহলোকেও ঐ পারত্রিক বিচারের অনুকরণ করিত। তাহাদিগের মধ্যে এমত রীতি ছিল যে, কেহ মরিলে পর তাহার জীবদ্দশার সুকৃত দুষ্কৃত সমুদায়ের বিচার হইত। যদি তিনি পুণ্যাত্মা বলিয়া সপ্রমাণ হইতেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত করা যাইত, নচেৎ বিচারপতিগণ তাহাকে সমাধি প্রদান করিতে নিষেধ করিতেন। কি রাজা, কি যাজক, সকলেই এই বিচারের অধীন ছিলেন। এইরূপ বিচারের রীতি প্রচলিত থাকাতে যে, মিসরীয়দিগের চরিত্র অবশ্যই পরিশোধিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। উহারা অনুমান করিত যে, দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে জীবাত্মাও ধ্বংস হয়, আর যত দিন শরীরটী বজায় থাকে তাবৎ উহার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ হইলেও আত্মার ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং মিসরীয়রা অনেক যত্ন করিয়া শবের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এমত কি, তাহারা যে প্রকাণ্ড২ পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, তাহাদিগের অভ্যন্তরে শব রক্ষা করাই উহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম করিলে শব রক্ষিত হইবে না, এই ভয়ে জনগণ অবশ্যই সচ্চরিত্র হইবার বিশেষ চেষ্টা করিত, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিসরীয়রা যে কত দূর পর্য্যন্ত আপনাদিগের বিদ্যোন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহার নিশ্চয় নাই।

এই মাত্র বোধ হয় যে, ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা, উহাদিগের দেশেই প্রথম সৃষ্ট হয়। উহারা জ্যোতিষও জানিত। উহারা বৎসরকে ১২ মাসে এবং প্রতিমাসকে ৩০ দিনে, ভাগ করিয়াছিল, আর প্রতিবৎসরে পাঁচদিন করিয়া বৃদ্ধি দিত। কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত বার্ষিক কালের ছয় ঘণ্টা করিয়া ন্যূন থাকে, এবং ১৪৬০ বৎসরে উহা ঠিক একটী পূর্ণ বৎসর হয়। মিসরীয়রা ইহাও জানিত এবং উক্ত ১৪৬০ বর্ষের পর এক বৎসর অধিক গণনা করিত। চিকিৎসা শাস্ত্রেও উহাদিগের নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে মিসরীয়েরা কখনই উন্নত হয় নাই। ইহারা সঙ্গীত বিদ্যারও চর্চ্চা করিত, কিন্তু তাহাতেও সমধিক পটুতা লাভ করিতে পারে নাই।

মিসরীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রণালী ও লৌকিক ব্যবহার সমুদায়, অভিনিবেশপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে উহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এই বোধ হয় যে, উহারা আপনাদিগের মানসিক ভাব সকলকে অনায়াসেই রূপকালঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিত। ফলতঃ এই শক্তি প্রাচীন হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও সমধিক প্রবল ছিল, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়। মানসিক ভাব সমস্তকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াই অনেক দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা।]

প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার 'হিরোডোটস্' এবং 'ডাইওডোরসের' গ্রন্থ হইতে প্রাচীন মিসরীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা উভয়ে মিসরে পর্য্যটন করিয়া প্রধান২ যাজকদিগের প্রমুখাত্ যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই স্ব২ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বোধ হয়, এই জন্য উহাঁদিগের পুস্তক নানা অলীক বর্ণনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাজকগণ যে, আপনাদিগের পূর্ব্ববিবরণ সমুদায় ভিন্নদেশীয় ও ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া বলিবেন, ইহা কোন মতেই সঙ্গত নয়। কিন্তু 'মানিথো' নামে এক জন মিসরদেশীয় যাজক স্বয়ং গ্রীক ভাষায় এক খানি ইতিহাস-গ্রন্থ বিরচিত করিয়াছিলেন। যদি সেই গ্রন্থ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে মিসরের ইতিহাস অনেক অবগত হওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই পুস্তক সমুদায় পাওয়া যায় না। স্থানে২ অন্যান্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উহার যে২ ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা মিসরীয়দিগের স্থূল২ আদিম বিবরণ যাহা যৎকিঞ্চিৎ জানা হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

মিসরীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ

উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং উহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে কোন্ বর্ণের লোক ছিল, ইহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই বিষয়ের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নব্য ইতিহাসবেত্তারা নানা অনুসন্ধান দ্বারা এই মাত্র নিশ্চিত করিয়াছেন যে, প্রাচীন মিসরীয়েরা ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত সেমিটিক লোক, আর আফ্রিকার প্রকৃত অধিবাসী ইথিওপীয় লোক এই দুই প্রকার লোকের যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেমেটিকেরা, পারস্যের অন্তর্গত 'কুশস্থান' প্রদেশ হইতে আসিয়া, আরবের মধ্যস্থান দিয়া লোহিতসাগর পার হইয়া প্রথমে নিউবিয়া দেশে যাইয়া বসতি করে। তথায় নীল নদীর দুই শাখার মধ্যভাগে উহাদিগের দ্বারা একটী রাজ্য সংস্থাপিত হয়। সেই রাজ্যের রাজধানী, মেরো নগর। ঐ নগরের প্রস্তরাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মাত্র শুনা যায় যে, মেরো রাজ্যে যাজকতন্ত্রতা প্রচলিত ছিল এবং তথাকার জনগণ অতি স্বল্পকাল মধ্যে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হওত অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমেং উত্তর ভাগে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। উহারা যত উত্তরে যাইতে লাগিল ততই তদ্দেশীয় আদিম-নিবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিল।

এইরূপে প্রাচীন মিসর জাতির উৎপত্তি হয়। যখন্

কাল ক্রমে মেরোনগর ক্ষীণ বল হইয়া বিনষ্ট হইয়াগেল, তখন থিব্‌স এবং মেম্ফিস্‌ অতিশয় প্রবল এবং বিবিধ শিল্প সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কোন ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া অন্যদেশে বাস করিলেই বর্ণ-ভেদের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে। মেরো রাজ্যেও সেই প্রথা ছিল, মিসরেও তাহা রহিল।

মিসরের সকল লোক যাজক, যোদ্ধা এবং অন্যান্য কতিপয় জাতিতে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যাজকেরা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং যোদ্ধারা তদ্দ্বিতীয় ছিলেন। এই উভয় জাতীয় ব্যক্তিরাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন। রাজাসনও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের অধিকৃত হইত। কিন্তু রাজা কদাপি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কতক গুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। ঐ সকল নিয়মদর্শী যাজকগণ রাজার নিয়ত উপদেষ্টা ছিলেন। সুতরাং রাজার সহিত যে তাঁহাদিগের মধ্যে২ ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

যাজকেরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। একাধিক দার পরিগ্রহ করা, অতি ভোজন করা, অথবা আলস্যে কালযাপন করা, তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ হইত। তাঁহাদিগকে অবশ্যই কোন না কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং যাঁহারা দেব-সেবায়

অপারগ হইতেন, তাঁহাদিগকে হয় ভিষকের, অথবা স্থপতির কিম্বা অশ্ব-শিক্ষাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। পরন্তু যেমন তাঁহাদিগের প্রতি ঐ সকল কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল তেমন তাঁহারা নিষ্কর-ভূমি প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তি পাইতেন তাঁহারা বই অন্য কেহ লেখা পড়ার চর্চা করিতে পারিত না এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই সমুদায় ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহিত হইত। যাজকেরা বলিতেন যে, আমরা যে সকল ব্যবস্থানুসারে বিচার করি, তাহা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রণীত এবং অতীব পরিশুদ্ধ। মিসরীয়েরা প্রবঞ্চক, কূটসাক্ষী এবং নর-হত্যাকারী, এই তিনেরই প্রাণদণ্ড বিধান করিত।

মিসরীয় যোদ্ধৃগণ নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি ভোগ করিত। তাহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয় এবং অস্ত্র শিক্ষায় নৈপুণ্য জন্মে, চির কালই এই চেষ্টায় থাকিত। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে, বিলক্ষণ যুদ্ধ-কুশল হইয়াছিল তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। উহাদিগের সৈন্যগণ লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ করিত। ধনুর্ব্বাণ, ক্ষেপণক, শেল এবং করবাল ইহাই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। দুর্গ নির্ম্মাণেও মিসরীয়েরা বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোনং সময়ে মিসরের রাজারা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বহু দেশ জয় করিয়া আসিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ।]

মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ প্রথমতঃ নানা, অলীক অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মিসরের অগ্রিম রাজারা কেহ দেবতা, কেহ দেবাবতার, কেহ বা উপদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইরূপ কতক গুলি রাজার পর, আর ত্রিশটী রাজবংশের নাম উল্লিখিত আছে। ইহাঁরা সকলেই মনুষ্য বটেন এবং ইহাঁদিগের সর্ব্ব প্রথম 'মিনিস্' নামক মহাত্মা সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী এবং সমুদায় সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। ফলতঃ এই সকল রাজাদিগের নামাদি যে সকলই কল্পিত, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু বিশেষ রূপে কিছুই নিশ্চয় করাও যায় না। কথিত আছে, ইহাঁদিগের মধ্যে 'সিসত্রিস্' নামে এক জন পরাক্রান্ত মহীপাল এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমুদায় এবং ইউরোপেরও কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে ইহাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ সবিস্তর বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ কথিত আছে যে, ইনি একদা একান্ত বলদর্পিত হইয়া বহুল বিজিত ভূপাল দ্বারা আপনার শকট বাহিত করাইতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুর্ভাগ্যদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, শকট চক্রের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছে দেখিয়া, তৎ কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল " আমি দে
খিতেছি যে, এই চক্রের যে স্থান এক বার সর্ব্বোপরি
হইয়া উঠে আবার তাহাই পুনর্ব্বার নত হইয়া ন
বিচক্ষণ সিসস্ট্রিস্ তৎক্ষণাৎ এই কথার গূঢ় তা
বোধে সমর্থ হইয়া নিজ সৌভাগ্যকেও ক্ষণভঙ্গুর
মানিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপনার কুৎসিতাচরণ স
পরিত্যাগ করিয়া ভূপাল সমূহের যথাযোগ্য
করিলেন

মানিথো নামক পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসবেত্তা লিখে
'টিমেরস্' রাজার অধিকার কালে 'হিকসস্' নাম
জাতীয় লোক আরব হইতে আসিয়া মিসর দেশ অ
করে। ইহারা মেম্ফিস্ নগরে আপনাদিগের রা
সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা সেমেটিক বংশ
হইবে। ইহাদিগেরই রাজ্য কালে য়িহুদীরা মিস
ইসে এবং বহু সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই বংশী
গণ, মেষ-পাল নামে বিখ্যাত ছিল। ইহারা প
একাদশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া মিসরে রাজ্য করে
মিসরীয়দিগের কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নির্ব্বাসিত

মেষ-পাল রাজাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে স
পরাক্রান্ত মহীপাল মিসরে রাজত্ব করেন, তাঁহা
মধ্যে 'রামিসেস্' নামা এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা
প্রসিদ্ধ হয়েন। কথিত আছে, তিনি সমুদায় ভূ
স্বাধিকার সংযুক্ত করিয়া কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীর

আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কাহারং মতে ইনিই পূর্ব্বোক্ত 'সিসস্ত্রিস্'। ইহাঁর পর অনেক গুলি রাজা মিসরে রাজ্য করেন। থিব্‌স নগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, এবং উহাঁদিগেরই রাজ্যকালে মিসরীয়েরা বিলক্ষণ শিল্প নিপুণ হইয়া প্রধানং পিরামিড্ ও অন্যান্য মহতী কীর্ত্তি সমস্ত সংস্থাপিত করে।

এই প্রকার সুখসচ্ছন্দতায় বহুকাল যাপন করিয়া বোধ হয়, মিসরীয়েরা পুনর্ব্বার হীন-বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইথিওপিয়ার রাজা 'সাবাকো' অত্যল্প আয়াসেই তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার অধীন করিলেন। কথিত আছে, ইনি অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া ছিলেন। যাহাহউক, ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরে 'সিথস্' নামে এক জন যাজক রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া যোদ্ধৃ জাতীয় লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিক, বণিক ও শিল্পকর্ম্মী প্রজাগণ ইহাঁর অনুকূল পক্ষ হইয়া ছিল। যখন খৃষ্টের ৭১২ বৎসর পূর্ব্বে 'আসিরিয়া' দেশের রাজা 'সেন্না-কেরিব্' মিসর রাজ্যের বিরুদ্ধে আগমন করেন, তখন যোদ্ধৃ জাতীয় কোন ব্যক্তিই রাজার সহায়তা করে নাই। প্রজা-সাধারণ অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। ফলতঃ এই সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত অনিশ্চিত আছে। এই মাত্র বোধ হয় যে, 'সাবাকো' রাজা একেবারে সমুদায়

মিসর পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইহার দক্ষিণ ভাগ তাঁহার বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, কেবল উত্তরাংশ, পিথস্ নামক যাজকের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

'পিথসের' পর মিসরের শাসন-প্রণালী আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দ্বাদশ জন রাজা একদা মিসরে রাজত্ব করেন। প্রথমে ইহাঁদিগের পরস্পর সন্ধি ছিল। পরে উহাদিগেরই অন্যতম 'সামেট্টিক' নামক এক রাজা কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের সহায়তায় প্রতিযোগী একাদশ রাজাকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং সমুদায় মিসরের অধীশ্বর হইলেন। ইনি প্রাচীন মিসরীয়দিগের ন্যায় বৈদেশিক-দ্বেষ্টা ছিলেন না। যাহাতে গ্রীস হইতে গুণবান লোক সকল আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করেন, তিনি নিরন্তর এমত চেষ্টা করিতেন। তিনি 'সাইরিণী' নামক স্থানে গ্রীক জাতির একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশীয় গুণী লোকের এমত গৌরব করিয়াও 'সামেটিকস্' আপনার জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি ঘুণাক্ষরেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

ইহাঁর পুত্র 'নেকো' পিতৃ-প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া গ্রীক ও ফিনিসীয় নাবিকদিগের দ্বারা সমুদায় আফ্রিকার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করাইয়া ছিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎ জল-প্রণালী খনন করাইয়া লোহিতসাগর এবং নীল নদী উভয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া দেন। ঐ পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানেং বর্ত্তমান আছে।

ইনি খৃষ্টের ৬০৮ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া দেশ আক্রমণ করেন, য়িহুদীদিগের রাজাকে পরাভূত করেন, এবং ক্রমে২ 'বেবিলন' সাম্রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়া ছিলেন। কিন্তু 'বেবিলন' রাজ মহাবীর 'নেবুকড্‌-নেসর' 'কার্কেমিস্‌' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ খৃষ্টের ৬০৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

নেকোর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'সামিস্‌' এবং তৎ-পরে তাঁহার পুত্র 'এপ্রিস্‌' মিসরে রাজা হয়েন। ইনি ফিনিসীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অনেক স্থান স্বাধীকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ সকল অধি-কার অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পরাক্রান্ত বেবিলন সম্রাটেরা অতিশীঘ্রই ঐ সকল স্থান গ্রহণ করিলেন। আর সাইরিণী উপনিবেশ-বাসী গ্রীকেরাও ঐ কালে 'এপ্রিসের' বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেনাগণকে নিহত করিল। মিসরীয় প্রজাবৃন্দও রাজ্যের এই সকল দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলিত-চিত্ত হইয়া রাজ বিরুদ্ধে মিলিত হইতে লাগিল। রাজা আপন প্রিয়পাত্র 'আ-মোসিস্‌কে' এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন 'তুমি গিয়া প্রজা সকলকে শান্ত কর'। প্রজারা ঐ আমোসিস্‌কেই রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

'আমোসিস্‌' অতি নীচ বংশজাত এবং পূর্ব্বে২ অনেক বিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়া উত্তম

রূপে রাজ্য শাসন করিলেন। গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার সম্যক সৌহার্দ্দ হয়। বিশেষতঃ 'সেমস্' দ্বীপের রাজা 'পলিক্রেটিস্' 'আমোসিসের' পরম বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর পুত্র 'সামেনিটস্' রাজা হয়েন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হয় নাই। পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস্' ছয় মাস মধ্যেই মিসর আক্রমণ করিলেন এবং কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি মিসরীয়দিগের পূজ্য পশু প্রাণি সমূহকে আপন সৈন্যের সম্মুখ ভাগে রাখিয়া নির্বিঘ্নে 'পেলুসিয়ম' নগর অধিকৃত করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সমুদায় মিসর দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ৫২৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মিসরীয়দিগের প্রাচীন কীর্ত্তির বিবরণ।

পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস্' মিসর জয় করিয়া তত্রত্য প্রজা সাধারণের যথোচিত দুর্দ্দশা করেন; বিশেষতঃ তিনি মিসরীয় দেবতাদিগের সাতিশয় অগৌরব করিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি মেম্ফিস্ নগর জয় করিয়া তথায় যে প্রসিদ্ধ 'এপিস্' দেব ছিলেন, তাঁহাকে খণ্ড২ করিয়া আপন সৈন্যগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করেন।

মিসরীয়দিগের ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তাহারা পারসিক জাতির একান্ত দ্বেষ্টা হইয়াছিল, সুতরাং সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করণে নিবৃত্ত হইত না।

যখন প্রথম 'দরায়ুস' পারস্যের রাজা ছিলেন সেই সময়ে মিসরীয়েরা অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করে। তিন বৎসরের পর, পারস্য সম্রাট 'জরক্সেস' ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর একটী বিদ্রোহ হয়। অবিশ্রত পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর সেই বিদ্রোহ উপশান্ত হইয়াছিল। তৃতীয় বার বিদ্রোহ করিয়া মিসরীয়েরা কিছু কাল স্বাধীন থাকে। সেই সময়ে 'আমিটিরস' নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের রাজা হইয়াছিলেন। 'আমিটিরসের' মৃত্যুর পর পারসিকেরা পুনর্ব্বার মিসর জয় করে। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় 'নেক্টেনিবস' নামক মিসরের রাজা বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। কিন্তু পারস্যেরা অতি মহৎ আয়াস দ্বারা ঐ বিদ্রোহ শান্তি করে, এবং অতি পূর্ব্বে মিসরীয় রাজবংশের প্রতি যেরূপ সদয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগেরই হস্তে রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত করিয়া ছিল, এই বার আর তাহা করিল না। মিসর রাজবংশ ধ্বংস হইয়াগেল। সেই অবধি 'আলেক্জণ্ডরের' আগমন পর্য্যন্ত মিসরে আর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

আলেক্জণ্ডরের মৃত্যুর পর সেনাপতিরা তাঁহার [illegible]

সোটর নামক এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির ভাগধেয় হইয়াছিল। ইনি অপরাপর সেনানীগণের ন্যায় নিরন্তর পরস্পর যুদ্ধে বল হানি না করিয়া কেবল আপন রাজ্য রক্ষা ও তদুন্নতি সাধনেই রত হইলেন। ইনি 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগরে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া ঐ রাজধানীর এক প্রদেশে একটী বস্তুাগার এবং পুস্তকালয় প্রস্তুত করেন, এবং অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও কবিগণকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে তথায় বাস করান। ইহাঁর পুত্র 'টলমী ফিলাডেল্‌ফস্' ও পৌত্র টলমী যুর্জেটীস্ উভয়েই ইহাঁর অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশীয় জনগণের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে মনোযোগ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা যুদ্ধেও ক্ষান্ত ছিলেন না। সিরিয়া, সাইরিনী, ফিনিসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ ইহাঁদিগের অধিকারে সংযুক্ত হইয়াছিল এবং 'য়ুর্জেটীসের' সৈন্যগণ এক সময়ে 'বাক্‌ট্রিয়া' পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল।

বস্তুতঃ টলমীবংশীয় এই তিন রাজা বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন এবং যদি প্রাচীন মিসরীয়েরা নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট এবং একান্ত বৈদেশিক-দ্বেষ্টা না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে উহারা গ্রীকদিগের স্থানে নানা সদ্বিদ্যার আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার সুসভ্য এবং পরাক্রান্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাৎকালিক মিসরীয়েরা নানা দোষে দূষিত হইয়াছিল। উহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব-কাল-গত মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এমনি গর্ব্বিত হই,

য়াছিল, যে গ্রীকদিগের স্থানে কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিত না। যখন প্রজা সমুদায় বিদ্যোপার্জনে পরাঙ্মুখ, তখন রাজা একাকী কি করিতে পারেন?। ক্রমেং রাজাও দেখিলেন যে, মিসরীয়দিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে যেরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন তাহা পরিহার করিয়া যাহাতে আপনারা নানা উপভোগ-সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, তাহারই পথ দেখিতে লাগিলেন।

ফলতঃ প্রথম তিন জন 'টলমীর' পর ঐ বংশীয় অপর যে সকল রাজা মিসরে রাজ্য করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য, জঘন্য এবং অতীব ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া ছিলেন। চতুর্থ টলমীর নাম 'ফিলপেটর'। ইনি না করিয়া ছিলেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। ইহাঁর পুত্র 'এপিফেনিস্' অতি বালক কালেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। সিরিয়া এবং মাসিডোনিয়ার রাজারা মিলিত হইয়া ইহাঁর রাজ্যাপহরণের উপক্রম করে। তাহাতে ইহাঁর মন্ত্রিগণ রোমীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমীয়েরা ইহাঁর রাজ্য রক্ষা করেন, এবং সিরিয়া রাজকুমারী 'ক্লিওপাট্রার' সহিত ইহাঁর বিবাহ দিয়া সন্ধি বন্ধন করিয়া দেন। পরে ইহাঁর পুত্র 'ফিলোমিটর' রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন। যত দিন ইহাঁর মাতা 'ক্লিওপাট্রা' জীবিতা ছিলেন, তাবৎ রাজ্য শাসনের এক প্রকার শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু ঐ বুদ্ধি-

সতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। রোমীয়েরা ক্রমেং প্রবল হইল এবং পরবর্ত্তী 'টলমী'গণ নিতান্ত মূর্খ ও দুষ্ট প্রকৃতি হইলেন। সুতরাং 'টলমী' বংশীয় সর্ব্বশেষ মহিষী 'ক্লিওপাট্রা' আত্ম-হত্যা করিলে পর রাজ্যটী খৃষ্টের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেল।

রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়া অবধি মিসর দেশের আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। রোমীয়েরা ইহার এমত শাসন করিতে লাগিল যে, প্রজারা এক বারও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিল না। যখন রোম-সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল, মিসরীয়েরাও সেই সময়ে খৃষ্টান হইল এবং যখন রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, তখন মিসরীয়েরাও আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

তৃতীয় প্রকরণ।

য়িহুদীদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[পালেষ্টীন দেশের আকৃতি।]

পুরাবৃত্তে য়িহুদীজাতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের ইতিহাস প্রাচীন হইয়াও নিতান্ত অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে। বিশেষতঃ ইহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং পৃথিবীর সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়াও সর্ব্বত্র আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, ব্যবহার, প্রচলিত রাখিয়াছে। সুতরাং এই জাতির ইতিহাস পাঠে বিশেষ কৌতূহল জন্মে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে 'পালেষ্টীন' নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে। উহার দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে শত ক্রোশ পরিমিত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তার ২৫ ক্রোশের অনধিক। এই দেশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বত-শ্রেণী সকলে ক্ষুদ্রং স্রোতস্বতীগণ প্রবাহিত হওয়াতে তৎসমুদায় স্থান উর্ব্বরা হইয়া আছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান যেমন উর্ব্বরা ছিল, এক্ষণে আর তেমন নাই। বোধ হয়,

কৃষি-কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

এই দেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রণেতা যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। অতএব খৃষ্টানেরা ইহার অনেক স্থানকে পবিত্র পুণ্যতীর্থ স্বরূপ জ্ঞান করেন। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরাও পালেষ্টীনের অনেক স্থানকে তীর্থ স্বরূপে মান্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ 'রোমান কাথলিক' সম্প্রদায় খৃষ্টানেরা পালেষ্টীনের প্রধান নদী 'জর্ডানের' জলের এমত পাবন শক্তি জ্ঞান করেন যে, প্রতি বর্ষে সহস্র২ ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশ হইতে যাইয়া তথায় স্নান দান করিয়া আইসেন। পালেষ্টীনের প্রধান নগর 'যিরুসালেম' ও অতি বিখ্যাত পুণ্যধাম। যাত্রিকেরা তথাকার প্রসিদ্ধ মঠ এবং সমাধি-স্থান সকল সন্দর্শনাভিলাষে নানা দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

তীর্থস্থান মাত্রেই নানা প্রকার কৃত্রিম অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত অবস্থাপিত হইয়া থাকে। পালেষ্টীনেও সেইরূপ চাতুর্য্যের অসদ্ভাব নাই। একটা স্থান আছে, তথাকার মৃত্তিকা, খড়ি সংযোগে কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ দেখায়। কিন্তু খৃষ্টান যাজকেরা বলেন যে, যিশুখৃষ্টের মাতা 'মেরিয়াম কুমারী' একদিন যিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময়ে তাঁহার দুগ্ধ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, সেই দুগ্ধ সংযোগেই ঐ মৃত্তিকা অদ্যাপি শুভ্রবর্ণ হইয়া আছে। উহাঁরা আরও বলেন যে, ঐ মৃত্তিকার এমত গুণ যে স্বল্প দুগ্ধবতী প্রসূতি

গণ তাহা ধৌত করিয়া পান করিলে অচিরাৎ বহু দুগ্ধবতী হইতে পারেন। তথায় আর একটী গণ্ডশৈল আছে, যাজকেরা কহেন যে, ঐ স্থানের উপলখণ্ড সমুদায় স্বভাবতঃ আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম্বাদি, সুখাদ্য ফলের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই বলিয়া তাঁহারা যাত্রিকদিগের স্থানে পাতরের নুড়ি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পালেষ্টান দেশটী সমুদায়ই তীর্থস্থান। তথাকার পদে২ এইরূপ আশ্চর্য্য দর্শন এবং অতি অদ্ভুত কথা সকল শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়।

এই দেশের প্রকৃত আশ্চর্য্য দর্শনের মধ্যে 'মরু সাগর' সর্ব্বাগ্রেই বর্ণনীয়। এই সাগর তৈলাক্ত জলে পরিপূর্ণ। উহাতে মৎস্যাদি কোন জলজন্তু বাস করিতে পারে না এবং উহার চতুর্দ্দিক জন শূন্য মরুভূমি—কোথাও একটী তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরু সাগরে 'জর্ডান' নদীর জল পড়ে এবং ঐ সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের কোন প্রকাশ্য সংযোগ নাই, অথচ ঐ সাগর কদাপি জলে পূর্ণ হইয়া উঠে না। ইহাতে কোন২ ভূগোলবেত্তা অনুমান করেন যে, মরুসাগরের সহিত কোন প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া মহাসমুদ্রের সংযোগ অবশ্যই আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদীরা পালেষ্টীন জয় করে।]

কথিত আছে যে, নোয়ার মধ্যম পুত্র সেমের বংশে 'ইব্রাহিম' নামে কোন মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের জন্ম ভূমি কাল্‌ডিয়া। কাল্‌ডিয়ার লোক সকল সেই সময়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সদসজ্জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম তাহাদিগের মতের দোষোদ্ঘোষণ করত জন সমূহকে ব্রহ্মবাদ এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে লোক সকল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তজ্জন্য মহাত্মা ইব্রাহিম নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করত পালেষ্টীন দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে 'আইজাক' নামে তাঁহার পুত্র ঐ পালেষ্টীনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু আইজাকের পুত্র 'য়াকব্' একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পালেষ্টীন পরিত্যাগ করিয়া মিসরদেশে যাইয়া বাস করেন। য়াকবের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ 'য়োসেফ' মিসর রাজের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে রাজ্যের সমূহ উপকার এবং সোদরবর্গেরও ভাবি উন্নতির উপায় সাধন করিয়া যান।

য়াকবের দ্বাদশ পুত্র হইতে য়িহুদী জাতির দ্বাদশ গোত্র উৎপন্ন হয়। উহারা বহুকাল মহাসুখে মিসরে

নিবাস করে। পরে মিসরীয়েরা উহাদিগের প্রাবল্য দর্শনে মৎসর ভাবাপন্ন হইয়া উহাদিগকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে 'মুসা' নামে কোন মহানুভাব ব্যক্তি য়িহুদীদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বজাতীয় জন সমূহকে মিসরীয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার উপায় করেন। তিনি সমুদায় য়িহুদীগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া বর্ত্তমান 'কাইরো' নামক স্থানের নিকট যাত্রা করেন, এবং উহার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ 'গোসেন' নামক প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়া 'সুয়েজ' উপসাগর পার হইয়া আরবের এক স্থানে উত্তীর্ণ হন। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতময় এবং ভয়ঙ্কর মরুভূমি দ্বারা আকীর্ণ। য়িহুদীরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে ইতস্ততো পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পরিশেষে যখন উহারা প্রায় সকলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিল এবং উহাদিগের সন্ততিগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতীব সাহসিক এবং বিক্রমশালী হইয়া উঠিল, তখন মুসা উহাদিগকে উত্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া পালেষ্টীন দেশ দর্শন করাইলেন এবং ঐ দেশ জয় করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

মুসার মৃত্যু হইলে পর, 'জশুয়া' নামক এক জন যুদ্ধবীর য়িহুদীদিগের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শাসন কালে য়িহুদীরা প্যালেষ্টীন দেশের অনেক ভাগ জয় করে। ক্রমে২ উহারা তদ্দেশাধিবাসী 'কানানের' সন্তান-

গণকে বিনষ্ট, নির্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সমুদায় দেশ অধিকার করে।

সমুদায় দেশ অধিকৃত হইলে য়িহুদীরা যেমন আপনারা দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত ছিল, তেমনি সমুদায় দেশটীকেও দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া লইল। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, 'লেভির' বংশ-সম্ভূত যাজক সমূহ আপনাদিগের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড লইল না। তাহারা সমুদায় দেশের উৎপাদিত শস্যের দশাংশ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। আর য়োসেফের দুই সন্তান হইতে যে দুই গোত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা উভয়ে স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইল; অপরন্তু ঐ দ্বাদশ ভাগ সমান হয় নাই। যে গোত্রে যত গুলি মনুষ্য ছিল সেই গোত্রে তত অধিক বা অল্প ভূমি-সম্পত্তি প্রদত্ত হইল। খৃষ্টের ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীরা পালেষ্টীনে বাস করে, এবং তখন উহাদিগের লোক সংখ্যা ৬,০১,৭৩০ জন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

[য়িহুদীরা প্রবল হইয়া ক্রমশঃ পুনর্ব্বার হীনবল হয়।]

ইহুদীরা পালেষ্টীন জয় করিয়া প্রথমে এক প্রকার কুলতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করে। উহাদিগের বার গোত্রে বার জন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারা

স্ব২ গোত্রের সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধ কালে তাঁহারা সেনাপতি হইয়া স্ব২ গোত্রের লোক সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন, আর শান্তি সময়ে তাঁহারা নিজ২ গোত্রীয় দিগের সম্বাদিকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ দ্বাদশ গোত্রের লোক একত্রে মিলিত হইয়া এক জন প্রধান সেনাপতিকে নিযুক্ত করিত। তিনি সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিতেন।

পরন্তু উক্ত বিচার পতিগণ যে স্ব২ গোত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, এমত নহে। লেভিবংশসম্ভূত যাজক মণ্ডলীর মত লইয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইত। য়িহুদীদিগের এমত বিশ্বাস ছিল যে, ঐ যাজকেরা স্বয়ং জগদীশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিচারপতিগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং জন সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতে পালেষ্টীনে যাজক মণ্ডলীর অসীম শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব ঐ কালে য়িহুদীদিগের শাসন-প্রণালীকে যাজক-তন্ত্রতা বলিলেও বলা যায়।

এইরূপ শাসন-প্রণালী ৩০০ বৎসর প্রচলিত থাকে। তন্মধ্যে য়িহুদীরা অনেক শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু সমূহকে পুনঃ২ পরাভূত করিয়া দিন২ প্রভূত সম্পত্তিশালী এবং বিলক্ষণ সভ্য হইয়া

উঠে। পরে তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। 'শল্' নামে এক ব্যক্তি সমুদায় প্যালেষ্টী-নের রাজা হইলেন। তাঁহার পর, তাঁহার পুত্র 'দাউদ' রাজা হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু সমুদায়কে জয় করত য়িহুদী-দিগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দাউদের পুত্র অপরিচ্ছি-শালী 'সলিমান' প্রসিদ্ধ রাজ্য কালে প্যালেষ্টাইনের সমৃদ্ধির একশেষ হইল। য়িহুদীরা যেমন কৃষিকর্ম্মে এবং যুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিল, তেমনি বাণিজ্যেও আপ-নাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ফিনিসীয় দিগের সহায়তায় নানা প্রকার শিল্প কার্য্যেও মহিমান হইয়া উঠিল।

'সলিমান' রাজার মৃত্যু হইলে পর রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মধ্যে যে ভাগ উত্তর দিকে অব-স্থিত ছিল, তাহার নাম 'ইস্রাইল্' হইল, আর দক্ষিণ দিকস্থ রাজ্যভাগ 'য়িহুদা' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই দুই ভাগের রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এবং মধ্যে২ অপর জাতীয় লোক সকল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ-বীর্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পরে খৃষ্টের ৭২২ বৎসর পূর্ব্বে 'নিনেবা' নামক বিখ্যাত নগরের রাজা ইস্রা-ইল্ রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য লোক সকলকে রণ-বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। ঐ বন্দীকৃত দুর্ভাগ্য দিগের যে অন্তিম দশা কি হইল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

য়িহুদারাজ্য ইহার পরেও কিছু কাল স্বাধীন অবস্থায় ছিল। পরে খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলন নগরীর রাজা নেবুকডনেসর য়িহুদা রাজ্য আক্রমণ করিলেন, রাজধানী য়িরুসালেম নগর বিনষ্ট করিলেন, এবং বহু সহস্র লোককে রণ-বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই ঘটনার ৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, যখন পারস্য দেশের দিগ্‌জেতা মহীপাল 'সাইরস' বেবিলন্ নগর জয় করিলেন, তখন তিনি য়িহুদীদিগকে বন্ধ মুক্ত করিয়া দেন। উহারা তাঁহার অনুমত্যনুসারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার য়িরুসালেম নগর নির্ম্মাণ করে। পালেষ্টীন দেশ তদবধি পারস্য রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকে। পরে আলেক্‌জণ্ডর পারস্য জয় করিলে তৎসহ পালেষ্টীন দেশও তাঁহার অধীন হয়। যখন গ্রীক জাতির প্রাদুর্ভাব শেষ হইল এবং রোমীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পালেষ্টীন দেশ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। যখন পালেষ্টীনে রোমীয়দিগের অধিকার, সেই সময়ে যিশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণ হয়। য়িহুদীরাই তাঁহার প্রাণ বধে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। ইহার পর য়িহুদীরা পুনঃ২ স্বাধীন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। রোমীয়েরা তাহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়া পরিশেষে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই দমন করিল এবং একেবারে য়িহুদী জাতিকে স্বদেশ হইতে নির্ম্মূলিত করিয়া পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে বিস্তৃত করিয়া দিল। য়িহুদীরা

সেই অবধি আর কখন আপনাদিগের দেশে মিলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু উঁহারা, যে যে খানে থাকুক না কেন, সকলেই এমত প্রত্যাশা করে যে, জগদীশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া স্বদেশে স্থান দান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং জাতীয় প্রকৃতি।]

য়িহুদীদিগের রাজ্য শাসন প্রণালীর বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। য়িহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম ব্রহ্মবাদ। উঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিত এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত দূষ্য বোধ করিত। য়িরুসালেম নগরে সলিমান বিনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে একটী বেদির উপর দুইটী দেবদূতের প্রতিমূর্ত্তি ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল তথায় জগদীশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত থাকিতেন। যাজকেরা কোন বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ঈশ্বর সেই স্থান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর করিতেন এবং অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপার সমস্তও সেই স্থানে সংঘটিত হইত।

য়িহুদীরা ঈশ্বরকে 'যেহোভা' নামধেয় করিয়াছিল।

যাহারা যেহোভার উপাসনা না করিয়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিত, তাহারা উহাদিগের মতে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নিতে হোম ও পশূপহার প্রদান করাই ঐ উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু সকল পশুর মাংসই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। যিহুদীরা শূকর মাংসকে অত্যন্ত অপবিত্র জ্ঞান করিত। বাল্য কালে ত্বকচ্ছেদ করা যিহুদীদিগের প্রধান সংস্কার ছিল।

যিহুদীরা মধ্যে২ আপনাদিগের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী নানা জাতীয় লোকের অনুকৃতিপরবশ হইয়া কখন২ অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক প্রণেতৃগণ স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, যখন২ তাহারা এইরূপ করিয়াছে, তখনই শত্রুর নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে ও অন্যান্য প্রকারেও বিস্তর দুঃখ পাইয়াছে। ফলতঃ যিহুদীদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের এইটী প্রতিপন্ন করাই মুখ্য অভিপ্রায় যে, যেহোভা সকল দেবতা অপেক্ষাই বলবান এবং তিনিই সমুদায় জগতের একমাত্র কর্ত্তা; অন্য দেবতাগণ কেহই তেমন বলবান নহেন এবং তাঁহারা কোন দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের অধিপতি মাত্র।

যিহুদীদিগের মনে২ এইরূপ পরকীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ থাকাতে উহারা কখনই অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। উহারা যেমন সকল ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিত, অন্য সর্ব্ব ধর্ম্মা-

বলম্বীরাও সেই রূপ উহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিত। সুতরাং য়িহুদী জাতিটী প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর অপর সকল লোকের দ্বেষ্টা এবং অবজ্ঞার পাত্র হইয়া আছে।

সমুদায় মানব জাতি এক আদিম নর নারী হইতে উৎপন্ন; সুতরাং সকলেরই পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আছে; ইহা স্বীকার করিয়াও য়িহুদীরা এমত ব্যবহার করিত, যেন জগদীশ্বর কেবল তাহাদিগের প্রতিই তুষ্ট এবং অন্য সকলের প্রতি রুষ্ট হইয়া আছেন—তাহারা একমাত্র ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে ভক্তি এবং প্রেমের আস্পদ স্বরূপে বর্ণন করিতে পারে নাই—এবং উহারা স্বদেশ বাৎসল্য ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও কখন কোন বিশেষ ঔদার্য্য গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম 'বাইবল্'। ইহার সমুদায় অংশ কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা কোন এক সময়ে বিরচিত নহে। য়িহুদী জাতির ইতিহাস লেখাই ইহার কোন২ ভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়, আর কোন২ অংশে তজ্জাতীয় দিগের আচার ব্যবহারাদির নিয়ম নির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহার কোন২ খণ্ড অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা সমস্তে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকের কোন্ অংশ কাহা কর্তৃক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সমুদায় সবিশেষ নির্ণীত হয় নাই। এই মাত্র বক্তব্য

যে, ইহার কোনং ভাগ খৃষ্টের অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয়, আর কোনং অংশ খৃষ্টের তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টান দিগের "নূতন বাইবল্" এবং মুসলমান দিগের 'কোরাণ' প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানেরা য়িহুদী বাইবলের মতানুযায়ী অনেক আচার ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা প্রায়ই ঐ সকল আচার-গত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, য়িহুদীরা এই জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মানব সাধারণের কি উপকার করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর করা যাইতে পারে যে, উহারাই ইউরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করে। ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কদাপি ঐ ধর্ম্ম প্রবল হইতে পারে নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে উহা জাতীয় ধর্ম্ম ছিল না, য়িহুদীরাই ব্রহ্মবাদকে জাতীয় ধর্ম্ম করিয়া যায়।

চতুর্থ প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ফিনিসিয়া দেশ এবং ফিনিসীয় লোকের প্রকৃতি।]

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে, ফিনিসিয়া দেশ ছিল। এক্ষণে ঐ স্থান তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এই দেশ অতি ক্ষুদ্র। দক্ষিণে 'টাইয়র্' নগরী হইতে উত্তরে 'আরাডস্' নগর পর্য্যন্ত, উহা দৈর্ঘে ৬০ ক্রোশ পরিমিত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে 'লিবানস্' পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১০ ক্রোশের অনধিক ছিল। এই দেশের জল বায়ু অতি উত্তম, ভূমিও সাতিশয় উর্ব্বরা। কতক গুলি ক্ষুদ্র২ নদী লিবানস্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার ভিতর দিয়া যায়। সময়ে২ তাহাদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া উভয় কূল প্লাবিত করে। তন্মধ্যে 'আডোনিস্' নামক নদী সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফিনিসিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রভাগে এক প্রকার মৎস্য জন্মিত। সেই মৎস্য হইতে প্রাচীন ফিনিসীয় লোকেরা অতি সুন্দর লাল রং প্রস্তুত করিত। এক্ষণে হয়ত, সেই মৎস্য আর জন্মে না, অথবা কেহই তাহার তাদৃশ গুণ অবগত নহে। ফলতঃ প্রাচীন ফিনিসীয়দিগের ন্যায় এক্ষণে কোথাও তাদৃশ লাল রং প্রস্তুত করিতে পারে

না। ফিনিসিয়ার সমুদ্র কূলের বালুকা হইতেও অতি উত্তম কাচ প্রস্তুত হইত। লিবানস্ পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র এবং লৌহও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর দেবদারু জাতীয় শরল, সাল, প্রভৃতি অনেক প্রকার উত্তমোত্তম কাষ্ঠও ঐ পর্ব্বতে জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বতী যোগে অতি অল্প পরিশ্রমেই ঐ সকল কাষ্ঠ সমুদ্র তীরে উপনীত করা যায় এবং তথায় পোতাশ্রয় সকল এমত প্রশস্ত ও সামুদ্রিক উৎপাত শূন্য যে, তাহাতে অব্যাঘাতে অর্ণবযান নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রাচীন ফিনিসীয়েরা সর্ব্বত্রই বণিক্ বৃত্তির সোপান অবলম্বন করিয়াছিল।

বিশেষতঃ তাহাদিগের দেশ তাৎকালিক সমুদায় সুসভ্য জন-পদ কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিল। পূর্ব্ব দিকে সাইরিয়া, বেবিলন্, পারস্য, দক্ষিণ ভাগে জুডিয়া এবং মিসর, উত্তরে ফ্রাইজিয়া, লিডিয়া এবং গ্রীশ, আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের দুই দিকে পৃথিবীর দুই খণ্ড। অতএব স্থল-পথে পূর্ব্ব অঞ্চলের দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া জল-পথে যত দূর ইচ্ছা, সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত ফিনিসীয়দিগের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ফিনিসিয়াই পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বার স্বরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন ফিনিসীয় লোক সকল ককেশীয় বর্ণ সম্ভূত সেমিটিক জাতীয় ছিল। অতএব বুদ্ধি, বিদ্যা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কোন গুণেই অন্য কোন জাতি

অপেক্ষা তাহারা হীন ছিল না। বর্ত্তমান ইহুদী এবং প্রাচীন ফিনিসীয়, উভয়ই প্রায় এক প্রকার লোক। উহাদিগের ভাষাও এক জাতীয়, লিপিও প্রায় এক প্রকার, এবং আকারও সমান ছিল।

ফিনিসীয়েরা অধিকাংশই বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর সমস্তে আসিয়া বাস করিত। তদ্ভিতর স্থানে অতি অল্প লোকের বাস ছিল। ফিনিসিয়ার প্রধান নগর ছয়টী; যথা আরাডস্, ট্রিপলিস্, বাইব্লস্, বেরাইটস্, সাইডন্ এবং টাইয়র্। তন্মধ্যে টাইয়র নগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল নগরের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ট্রিপলিস্ এবং বেরাইটস্ বর্ত্তমান আছে। পুর্ব্বকালে যে টাইয়র নগরীর গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না, যাহাকে কবিগণ সুবর্ণময়ী বলিয়া বর্ণন করিতেন, যাহার এক২ জন বণিক্ অপরাপর দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষাও প্রভূত সম্পত্তিশালী ছিল, এক্ষণে সেই টাইয়রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে! তথায় বর্ত্তমানে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ লোকেই জালজিবী—তাহারা আপনাদিগের বাসস্থানকে 'সুর' বলে।

নব্য পর্য্যটকেরা ফিনিসিয়ার প্রাচীন নগর সমস্তের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বলেন যে, ইতিহাসে এই দেশের যে প্রকার গৌরব প্রকাশিত আছে, তাহার কিছুই অত্যুক্তি নহে, সমুদায়ই স্বরূপ বর্ণন।

পরন্তু ফিনিসীয়দিগের এই সকল ব্যক্তির অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও লোপ পাইতেছে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিবলে যে কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছে তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। ফিনিসীয়রাই ইউরোপে বর্ণ লিপি-জ্ঞান প্রচারিত করে, তাহারাই প্রথমে মুদ্রার ব্যবহার শিক্ষা করায়, উহাদিগের দ্বারাই পাটিগণিত বিদ্যা প্রকাশিত হয়, এবং উহারাই নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে বণিক বৃত্তির বীজ বপন করে। প্রাচীন ফিনিসীয় জাতি, মনুষ্য সমাজের এইরূপ উপকার করিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা এইরূপ উপকার করিয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণজালে অদ্যাপি সম্বদ্ধ হইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ফিনিসীয়দিগের রাজ্য শাসন এবং ধর্ম্ম-প্রণালী।]

ফিনিসীয় জাতির রাজ্য শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় নাই। এই মাত্র অবগতি আছে যে, প্রথমে ঐ দেশের প্রত্যেক নগরে এক২ জন কর্ত্তৃত্ব করিতেন, পরে টাইয়র নগরী অন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উহাদিগের সকলকেই আপনার অধীন করিয়াছিল। কিন্তু টাইয়রের প্রাধান্যের পরেই হউক কি

পূর্ব্বেই হউন, ফিনিসিয়াতে কখন কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। শাসন কর্ত্তৃগণ সর্ব্বকাল অন্য প্রজামণ্ডলীর মতানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কোন সময় ফিনিসীয়েরা আপনাদিগের শাসন-কর্ত্তৃগণের [illegible] উহাদিগকে 'সফেতী' অর্থাৎ প্রধান-[illegible] নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, এসিয়া খণ্ডের অপরাপর দেশে যে প্রকার [illegible] চির প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বণিক-বৃত্তি-[illegible] ফিনিসীয়দিগের মধ্যে সেই রূপ হইতে পারে নাই।

পরন্তু রাজ্য-শাসন-প্রণালী [illegible] উৎকৃষ্ট হইলেও প্রাচীন ফিনিসীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রণালী যে প্রকার বর্ণিত আছে, তাহা তাদৃশ উত্তম বলিয়া বোধ হয় না। উহাদিগের মধ্যে অনেক দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 'বেল্‌সীমন্‌' 'আষ্টার্টি' এবং 'মেলিকর্টস' এই তিনটী দেবতাই প্রধান। বেল্‌সীমন শব্দের অর্থ স্বর্গাধিপতি, অর্থাৎ সূর্য্য। আমাদিগের সন্ধ্যা বন্দন কালে সূর্য্যোপস্থানের প্রথা যেরূপ, বেল্‌সীমনের উপাসনাও অবিকল সেইরূপে নির্ব্বাহিত হইত। এই বেল্‌সীমনের আরও অনেক গুলি নাম ছিল, যথা 'বালম্‌' 'আডোনিস্‌' ইত্যাদি। আষ্টার্টি শব্দের অর্থ স্বর্গাধীশ্বরী। প্রাচীন [illegible] অনেক লোকেই [illegible] ইহাকে [illegible]

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফিনিসীয়েরা চন্দ্রকেই আ-ষ্টার্টি দেবী বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু আষ্টার্টির অ-নেক রূপ ভেদ ছিল। যেমন আমাদিগের ভগবতীর নানা রূপ, ফিনিসীয়দিগের আষ্টার্টিরও সেই প্রকার নানা রূপ কল্পিত হইয়াছিল। প্রতি নূতন বৎসরের প্রথম দিনে অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক এই দেবীর পূজা হইত। কথিত আছে, সেই দিন স্ত্রীলোকেরা সকলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহাঁর পূজা করিত। তন্মধ্যে যে স্ত্রী কেশ মুণ্ডনে সম্মতা না হইত, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেবীর পূজা করিতে হইত, তাহা না করিলে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইত না।

ফিনিসিয়া দেশে আডোনিস্ নামে একটী নদী ছিল। বর্ষাকালে ঐ নদীর জল ঘোর রক্তবর্ণ হয়। তাহার কারণ, লিবানস্ পর্ব্বতে এক প্রকার গিরি মাটি আছে; বর্ষার জলে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নদীতে পড়ে। কিন্তু ফিনি-সীয়রা ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিত যে, একদা বেলসীমন দেবের অবতার স্বরূপ পরম সুন্দর আডোনিস্ নামা কোন যুবা পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া 'বীনস্' দেবী তাঁহার রূপে একান্ত বিমোহিতা হয়েন। বীন-সের স্বামী 'মার্স' দেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বনশূকরের মূর্ত্তি ধারণ করত ঐ আডোনিস্কে বধ করিলেন। আডোনিস্ মরিয়া যমলোকে গমন করিলে, তথাকার দেবী 'প্রসর্পীন্' তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু আডোনিস্ মরিলেও

বীনস্ তাঁহার প্রতি অনুরাগ শূন্য হয়েন নাই। তিনিও আডোনিসের পশ্চাৎ যমলোকে গমন করিলেন। তথায় প্রসর্পীনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হইল। পরে উভয়ের সম্মতি ক্রমে এই নির্দ্ধারিত হইল যে, আডোনিস্ ছয় মাস বীনসের সহবাস করিবেন আর ছয় মাস প্রসর্পীনের নিকট থাকিবেন। ফিনিসীয়রা কহিত যে, বন্য বরাহের দন্ত বিদ্ধ আডোনিসের শরীর হইতে যে শোণিত প্রসূত হইয়াছিল, তাহাতেই নদী রক্তবর্ণ হয়। অতএব ঐ সময়ে তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকারে শোক সন্তাপ প্রকাশ করিত।

এই স্থলে পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই পৌরাণিক বৃত্তান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আডোনিস্ অর্থে সূর্য্য, বীনস অর্থে উত্তরায়ণ এবং প্রসর্পীন অর্থে দক্ষিণায়ন, আর বন্য শূকর অর্থে হেমন্ত ঋতু। অতএব সূর্য্য হেমন্ত ঋতু কর্ত্তৃক দক্ষিণায়নে প্রেরিত হইয়া ছয় মাস প্রসর্পীনের সহিত বাস করেন, আবার সেই ছয় মাস অতীত হইলে উত্তরায়ণ, অথবা বীনস্ দেবীর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

মেলিকর্টস দেবের উপাসনা এই সকল হইতেও অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। অর্ণবযান চড়ায় ঠেকিয়া বদ্ধ হইলে, কিম্বা প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক বাণিজ্য কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন দুর্দ্দৈব ঘটিলে, ফিনিসীয়রা এই দেবতার উদ্দেশে

নরবলি প্রদান করিত। অন্যের কথা কি, পিতা মাতা স্বয়ং আপনাদের প্রিয়তম সন্তানদিগকে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মেলিকর্টস্ দেবের তুষ্টি সম্পাদন দ্বারা উক্ত দুর্দৈব নিবারণের চেষ্টা পাইতেন।

ফলতঃ প্রাচীন ফিনিসীয়গণ জাতীয় ধর্মের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই; তাহারা বাণিজ্য কার্য্যেই আপনাদিগের মন, প্রাণ, সমর্পণ করিয়া তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। উহারা স্থল পথে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লোক প্রেরণ করিয়া এতদ্দেশীয় পণ্যসামগ্রী সমুদায় লইয়া যাইত, আর আপনারা জল-পথে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরে 'বৃটন্' এবং কদাচিৎ 'বাল্টিক্' সাগর পর্য্যন্ত গমন করিত। স্পেইনের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতুসমস্ত—ইংলণ্ডের রঙ্গ—বাল্টিক সাগরের অম্বর—'সরকেসিয়া'র' সুদৃশ্য দাস দাসীগণ—আর্মেনিয়ার অশ্ব এবং অশ্বতর সমূহ—ভারতবর্ষের বস্ত্র, হস্তি দন্ত, আবলুস কাষ্ঠ—পালেষ্টাইনের শস্য, মধু, তৈল এবং গঁদ—সিরিয়ার ঊর্ণা এবং এইরূপ নানা দেশের নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্য, ফিনিসিয়ায় প্রেরিত হইত। ফলতঃ ফিনিসীয় জাতি ব্যতিরিক্ত প্রাচীন কালে আর কেহই এমত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-প্রণালী উন্মুক্ত করিতে পারে নাই। পাছে অন্য কেহ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ শিখে, এই হেতু উহারা বিশেষ সতর্ক থাকিত। অন্য কোন লোকের অর্ণবযান তাহাদিগের জাহাজের সমভিব্যাহারী হইয়াছে দেখিলেই, তাহারা যে

প্রকারে পারুক, ছলে বলে ঐ জাহাজকে বিপ
বার চেষ্টা পাইত। যদি কিছুতেই উহাকে
করিতে না পারিত তবে, পরিশেষে আপন
কার করিয়াও বিপথে চলিয়া যাইত, অ
দিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিত, ইহাতে প
পোতও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে না পারিয়া
মধ্যে বিনষ্ট হইত।

এইরূপে ভূমধ্যের তাৎকালিক সমুদ
কার্য্যই উহাদিগের হস্তগত হওয়াতে ফি
অর্ণব গমনে বিশিষ্ট নিপুণ হইবে, তাহার
সেই সময়ের কোন দেশের রাজা যদি অর্ণ
করিবার মনন করিতেন তবে, ফিনিসীয় কার
তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেন। যদি সমুদ্র প
দেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইতে
বণিকদিগের সহায়তা গ্রহণ না করিলে
নেকো নামা মিসর দেশীয় মহীপাল আ
দক্ষিণ ভাগ কিরূপ, ইহা জানিবার ইচ্ছা কর
তজ্জন্য তাঁহাকে কতকগুলি ফিনিসীয় ন
করিতে হইয়াছিল। উহারা লোহিত স
যান আরোহণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে
উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বা
আসিয়া জিব্রাল্টর প্রণালী দ্বারা ভূমধ্যস
হয়, এবং এইরূপে মিসর দেশীয় নীল নদীর

পোতে পুনরাগমন করে। এই কর্ম্মে উহাদিগের পূর্ণ তিন বৎসর গত হইয়াছিল।

ফলতঃ ফিনিসীয়রা যদিও অর্ণব গমনে প্রাচীন কালের সকল লোক অপেক্ষা অধিক পটু হইয়াছিল, তথাপি চুম্বক প্রস্তরের গুণ তাহাদিগের জানা ছিল না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও এক্ষণকার ইউরোপীয় দিগের ন্যায় উহাদিগের জ্ঞান জন্মে নাই, বিশেষতঃ উহারা এক্ষণকার জাহাজের ন্যায় সুবৃহৎ তরি নির্ম্মাণ করিতে পারিত না, এই সকল কারণে উহারা কদাপি অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়া পোত চালন করিতে সাহস করিত না। যে খানে যাউক না কেন, ক্রমাগত কূলের নিকট দিয়াই যাইত। একবার কূল অদর্শন হইলে, অমনি পথ-ভ্রান্ত হইয়া মারা পড়িত। এই হেতু উহাদিগের সমুদ্র বাণিজ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল লাগিত।

পোতগমনে দীর্ঘকাল লাগিলেই একবারে অধিক খাদ্য সামগ্রী লইবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু তরী সকল অধিক ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে একবারে অধিক পণ্য-দ্রব্য ও সমধিক খাদ্যসামগ্রী ধারণ হইতে পারে না। ফিনীসীয়দিগের উক্ত দুই দোষই ছিল; সুতরাং তাহাদিগকে পথিমধ্যে অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। ঐ ঔপনিবেশিকেরাও অতি অল্পকাল মধ্যে স্ব২ অবস্থানের চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সাতিশয় প্রবল ও অর্থশালী হইয়াছিল। ফিনিসীয়দিগের

উপনিবেশ নানা স্থানে সংস্থাপিত হয়; তন্মধ্যে 'আফ্রিকাতে 'কার্থেজ' এবং 'উটিকা' আর স্পেইন দেশে 'কেডিজ্' এই তিনটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আবার এই সকল উপনিবেশ হইতেও অনেক স্বতন্ত্র উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ফিনিসিয়া অতিশয় ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ইহার বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তার যে প্রকার এবং লোকগণ বহুল, সম্পত্তিশালী এবং বিবিধ কারুকার্য্য ও গণিত জ্যোতিষাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যায় নিপুণ ছিল, তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া ঐ দেশকে কোন বর্ত্তমান দেশের সহিত তুলনা করিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ডের সহিতই তুলনা করা যায়। যেমন এক্ষণে আমরা কোন সুন্দর শিল্প দেখিলেই তাহাকে 'বিলাতী' বলিয়া অভিহিত করি, সেইরূপ প্রাচীন কালের লোকেরাও কোন সুন্দর শিল্প দর্শন করিলে তাহা সাইডোনীয়, অর্থাৎ সাইডন-প্রস্তুত বলিয়া আদর করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ফিনিসীয়দিগের আদিম পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

ফিনিসীয় জনগণ অতি পূর্ব্বকালাবধি আপনাদিগের বিবরণ সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে 'কাবিরি' নামক একটী পণ্ডিত বংশ

ছিল। উহারা অতি যত্ন পূর্ব্বক স্বদেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় লিখিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাদিগের সমুদায় লিপি একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। তাহারই কিয়দংশ মাত্র 'সাঙ্কোনিয়াথো' নামক অতি প্রাচীন ফিনিসীয় পণ্ডিত সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সংগ্রহেরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্টাংশ 'ফাইলো' নামক কোন গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ গ্রীক পুস্তকের ইংরাজীতে যে পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়াছে, তাহারই সারাংশ এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন যে, পৃথিবী ও পশু পক্ষ্যাদি সমুদায়ের সৃষ্টি হইবার পর 'প্রোটোগোনস্' অর্থাৎ প্রথম-সৃষ্ট, এবং 'ইয়ন্', অর্থাৎ জীবন নামা আদিম দুই নর-নারীর সৃষ্টি হয়। বৃক্ষের ফল যে, মনুষ্যের ভক্ষণীয়, তাহা ইয়নই প্রথম প্রকাশ করেন। ইহাঁদিগের 'জিনস্' নামক এক পুত্র এবং 'জিনিয়া' নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইহারা কোন সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া বেল্‌সীমন্ (সূর্য্য) দেবের প্রতি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল। বেল্‌সীমন্ তাহাদিগকে জলদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই জিনস্ এবং জিনিয়ার তিন সন্তান হয়। তাহাদিগের নাম ফস্ ('আলোক') ফর্, (তাপ) এবং 'ফ্লক্স' (অগ্নিশিখা)। ইহারা কাষ্ঠে২ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিতকরণের উপায় প্রকাশ করে এবং

বায়ু ও অগ্নির পূজা আরম্ভ করে। কথিত আছে, ইহাদিগের সন্তান সকল অতি প্রকাণ্ড-কায় হইয়াছিল। তাহাদের নামেই লাইবেনস্ প্রভৃতি পর্ব্বত সকলের নামকরণ হয়। এই সকল অসুরগণের সন্তানেরা সর্ব্ব প্রথমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, পশুচর্ম্ম পরিধান করে এবং বৃক্ষের স্কন্ধে অধি-রোহণ করিয়া জলে ভাসমান হয়। ইহাদিগের সপ্ত পুরুষে যাহারা জন্মে, তাহারা মৃগয়া এবং মৎস্য ধারণ করিতে শিখে। অষ্টম পুরুষীয় লোকেরা প্রথমে লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে এবং ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ইহারই অষ্টম পুরুষে টালি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। নবম পুরুষে ভূমি কর্ষণ আরম্ভ হয়। দশম পুরুষে গাভীপালন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। একাদশ পুরুষে 'য়ুরেনস্' (আকাশ) নামক পুত্র এবং 'জি' (পৃথিবী) নাম্নী কন্যা জন্মে। ইহাদিগের সন্তান 'ক্রোনস্' (শনৈশ্চর) এবং আষ্টার্টি (চন্দ্র)। ক্রোনসের আর তিনটী বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিল, যথা; এস্টার্টী, 'হোরা' এবং 'রীয়া' (অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট, সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধমতি)। ইহাদিগের গর্ভে ক্রোনসের অনেক সন্ততি হয়। ক্রোনস্ আপনার যে সন্তানকে যে দেশে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, তিনি সেই দেশের প্রধান দেবতা। ক্রোনসের প্রধান মন্ত্রীর নাম 'থথ্' ছিল। উনিও একটী দেবতা। ঐ দেবতার আদেশানুসারেই এই সকল গুহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং উক্ত দেবতা সমস্তের

প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রোনস্-দেবের মূর্ত্তি এই প্রকার ছিল,—তাঁহার চারি চক্ষু, দুই সম্মুখে, দুই পশ্চাদ্ভাগে: তন্মধ্যে দুইটী উন্মীলিত, দুইটী নিমীলিত; তাঁহার পৃষ্ঠে চারি খানি পক্ষ, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র বিস্তৃত অপর দুইটী সঙ্কুচিত। ক্রোনসের মস্তকেও দুইটী পক্ষ ছিল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন, এই সকল কথার গূঢ় তাৎপর্য্য কোন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ জানিতেন; তাঁহার স্থানে সুবিজ্ঞ ফিনিসীয় পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন; সেই সকল তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ হইবার নহে; স্বয়ং আচার্য্য সান্নিধানে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। ফলতঃ যদিও ঐ সকল গূঢ় অর্থ জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহাহ উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এই সকল বৃত্তান্তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় এবং ফিনিসীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ যে, অপরাপর লোকদিগের পুরাণের তুল্য, তাহারও সন্দেহ থাকে না। কতক প্রকৃত বিবরণ, কতক সদুপদেশ-মূলক উপাখ্যান, এই রূপ নানা প্রকার কথা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব জাতিরই প্রাচীন বিবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফিনিসিয়ার সর্ব্বপ্রথম রাজার নাম 'আজিনর'। তিনি মিসর হইতে এই দেশে আসিয়া সাইডন নগরী নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে, ক্রীট দ্বীপের 'যুপিটর' নামক

কোন রাজা, আজিনর ভূপতির 'ইউরোপা' নাম্নী পরমা সুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লয়েন। তাহাতে আজিনর আপন পুত্র 'কাডমস্কে' অনুমতি করিলেন, তুমি যাইয়া ইউরোপার উদ্ধার কর; যত দিন তাহাকে প্রত্যানয়ন করিতে না পারিবে আমার নিকট আসিও না। কাডমস্ স্বীয় স্বসার উদ্ধারে আপনাকে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া কতক গুলি সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করত গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে যাইয়া একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত নগরীর নাম কিছুকাল পরে 'থিব্‌স' হইল। গ্রীসদেশের ইতিহাসে এই নগর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কাডমস্ যাইযাই গ্রীসের অসভ্য লোক সকলকে কৃষিকর্ম্মের উপদেশ দেন এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান।

আজিনরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'ফিনিকস্' রাজ্যাধিকারী হইয়া ছিলেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে লাল রং প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত করেন। বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকিবেন; যেহেতু সমুদায় দেশ তাঁহারই নামানুসারে 'ফিনিসিয়া' অভিহিত হইয়াছিল।

ফিনিক্সের পর যে, রাজ্যাধিকারী হইয়াছিল তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রীক জাতীয় প্রধান কবি হোমার তাঁহার আপনার গ্রন্থে লিখিয়াছেন

যে, যখন্ গ্রীকেরা 'ট্রয়' নগর আক্রমণ করে, তখন্ সুবিখ্যাত ফিনিসীয় রাজ 'কালিস্' তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী রাজার বিবরণ গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত এত অলীক গল্প মিশ্রিত আছে যে, এইমাত্রও সম্পূর্ণ সত্য বটে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। এই হেতু ইহাও ফিনিসীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণের সহিত একত্রে নিবদ্ধ হইল। প্রামাণিক বিবরণ পর অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ফিনিসিয়ার রাজাদিগের পুরাবৃত্ত।]

কোন জাতির পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং প্রাচীন প্রকৃত বৃত্তান্ত, এই উভয়ে তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে, সকল দেশেরই পৌরাণিক বিবরণ সমধিক স্পষ্ট এবং পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাণ কর্ত্তারা দেবানুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা অনন্যসহায় হইয়াও অক্লেশে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিবরণ লিখেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন পুস্তক সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়—ভিন্ন২ গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের

মতের ঐক্য করিতে হয়—জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং পুরাতন মুদ্রাদি লইয়া অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বিচার করিতে হয়—এই সকল করিয়াও তাঁহারা বহু স্থলে অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকেন। কারণ বহু স্থলে প্রাচীন পুস্তকাদি কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য হইয়া উঠে না—আর কীর্ত্তিস্তম্ভাদিও সকল স্থলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তাঁহাদিগের লিখিত প্রকৃত বিবরণের অনেক স্থানই অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে।

ফিনিসীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ, যাহা বর্ণিত হইল প্রথম্ দেবের অনুগ্রহে তাহার সর্ব্ব স্থানই প্রায় সম্পূর্ণ রহিয়াছে, বলিলে বলা যায়। প্রথম নরনারীর নাম ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের পুরুষানুক্রমে কিঞ্চিৎ২ বিবরণ, সকলই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ ফিনিসীয়দিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দেশীয় রাজাদিগের নামানুসন্ধান করিয়া কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, নোয়ার প্রপৌত্র 'সাইডন্' কর্ত্তৃক ফিনিসিয়ার সাইডন্ নগরী স্থাপিত হয়। এই ব্যাপার খৃষ্টের ১৫৮০ বৎসর পুর্ব্বে ঘটে। কিন্তু ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সাইডন্‌নগরের আর কোন রাজার কোন বিবরণই নাই, একেবারে শুনা যায় যে, খৃষ্টের ৪৮১ বৎসর পুর্ব্বে এক জন সাইডোনীয় মহীপাল পারস্য সম্রাট্ জরক্সেসের সমভিব্যাহারে গ্রীস দেশে জেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার

পর আবার কিছুকাল সাইডনের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। খৃষ্টের ৩৫১ বৎসর পূর্ব্বে এক জন সাইডোনীয় রাজা পারস্য মহীপাল, দরায়ুস অক্সের, বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তৎ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। ফলতঃ এইরূপ বিবরণ লিখিয়া কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। কতক গুলি মৃত রাজার নাম মাত্র করায় কি উপকার হইতে পারে? । অতএব যে কএকটী প্রকৃত বিবরণ পাঠে সন্ধুপ-দেশ বা তাৎকালিক ফিনিসীয়দিগের রীতি, চরিত্রের বিষয় বোধ হইবার সম্ভাবনা তাহাই সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

১০৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'হাইরাম' নামক এক রাজা টাইয়র নগরীতে রাজ্য করিতেন। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে পালেষ্টীনের রাজা সলিমানও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন্। এই দুই রাজার অত্যন্ত সম্প্রীতি হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে অতি কঠিনং সমস্যা সকল পূরণ করিতে দিতেন। কথিত আছে, যিনি পূরণ করিতে না পারি-তেন, তাঁহাকে অর্থ দণ্ড স্বীকার করিতে হইত। ফলতঃ পূর্ব্বকালে বাক্‌কূটতা লইয়া পণ্ডিতেরা যে সমধিক আন্দোলন করিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তখন হিঁয়ালীর অর্থকরাই পাণ্ডিত্যের প্রধান পরীক্ষা ছিল। সে যাহাহউক, এই দুই রাজার লিখিত দুই খানি পত্রিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই পত্রিকা দৃষ্টে তাৎকালিক

ফিনিসীয়দিগের শিল্প-নৈপুণ্যের উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফিনিসীয় কারুগণের সাহায্যেই পালেষ্টীনের রাজা তাঁহার রাজধানী যিরুসালেম নগরে তত্রত্য জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাইরাম স্বদেশেও অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় জল-প্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

৯৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিগ্মেলিয়ন' নামে এক ব্যক্তি টাইয়রে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি মেলিকার্টস দেবের পুরোহিত ছিলেন। তিনি পৌরোহিত্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। রাজা সেই সমুদায় অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী 'ডাইডো' সেই সমুদায় অর্থ লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করত কার্থেজ নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় গিয়া বাস করিলেন। এই কার্থেজ নগরী পরে অত্যন্ত বিখ্যাতা হইয়াছিল।

৭১৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইলুইলিয়স্' নামে এক জন রাজা টাইয়রে রাজ্য করিতেন। তৎকালে আসিরীয় মহীপাল বিক্রান্ত 'সলমান সর' ফিনিসিয়া দেশ আক্রমণ করেন। তিনি যাইটি খানি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া টাইরীয়দিগের সহিত অর্ণব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্র-যুদ্ধ-কুশল টাইরীয়গণ বার খানি মাত্র জাহাজ লইয়াই তাঁহাকে পরাভব করে। 'সালমান সর' তাহাতে ভীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

৫৭২ পুঃ খৃষ্টাব্দে বেবিলনের রাজা ‘নেবুকডনসর’ টাইয়র নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি বিপুল ছিল। তথাপি টাইরীয় লোকেরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ক্রমাগত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরিশেষে তিনি ঐ টাইয়র নগরের বহির্ভাগে এক দিকে এমত সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করিলেন যে, তাহা নগরের প্রাচীর অপেক্ষাও উচ্চতর হইয়া উঠিল। ঐ মৃত্স্তূপের উপরিভাগ হইতে তাঁহার সৈনিকেরা নগর মধ্যে অবিরত অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন্ টাইরীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আপনাদিগের অর্ণবযান যোগে পলায়ন করিয়া অনতিদূরে একটী দ্বীপ মধ্যে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল। এই নগরীর নাম ‘নবটাইয়র’। পরন্তু ঐ নবটাইয়রের লোকেরা নেবুকডনসরের সমীপে অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল, এবং সেই অবধি ফিনিসিয়া দেশ আসিরিয়া রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। সুতরাং যখন্ পারসীকেরা বেবিলন সাম্রাজ্য জয় করিল, তখন্ তৎসহ ফিনিসিয়া দেশও তজ্জাতির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পারস্য ভূপালেরা চিরকাল ফিনিসীয়দিগের বিশিষ্ট গৌরব করিতেন। ফিনিসীয় কারুগণের দ্বারাই তাঁহাদিগের রণতরী সমস্ত প্রস্তুত হইত, এবং তজ্জাতীয় নাবিকেরাই সমুদ্রে ঐ সকল তরীবাহন করিত। পরন্তু কি কালিরীয়, কি পারসিক

উভয় জাতিরই রাজত্বকালে ফিনিসিয়া জাতীয় ব্যক্তিরই কর্ত্তৃত্বাধীনে তদ্দেশের শাসন কার্য্য নি... হইত। উক্ত দেশীয় সম্রাটেরা কখনই স্বজাতী... চারী দ্বারা ফিনিসিয়ার রাজ্য-কার্য্য সম্পাদন ক... চেষ্টা করেন নাই। *

৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'স্ট্রেটো' নামা এক জন রাজা ... সিয়ায় রাজ্য করিতেন। তিনি যে রূপে রাজা হন, কথিত হইতেছে। টাইয়র নগরের লোকেরা ... কার্য্য দ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছিল। ধন হইলেই লোকের সুখাভিলাষ এবং শারীরি... শ্রমের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা হইতে থাকে। তি... ক্রমেই ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার পরিশ্র... ক্রীত দাস গণের দ্বারাই নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ... ছিল। ইহাতে তাহাদিগের প্রধান নগরী টা... মধ্যে দাসসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, এ... দাসগণ একত্র পরামর্শ করিয়া এক রাত্রি মধ্যেই ... নাগরিক দিগকে বধ করিল এবং স্ব২ গৃহস্বামিনী গণে... পাণিগ্রহণ করিয়া যে যাহার বাটীর কর্ত্তা হইয়া বসিল... দাসদিগের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। অতএব তাহারা এক জনও প্রকৃত নাগরিককে রক্ষা করে নাই। কেব... স্ট্রেটোর দাস আপন প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহ... অত্যন্ত গোপন ভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি... দাসেরা এইরূপে সমুদয় নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব ...

করিয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকে রাজা করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগের এই মন্ত্রণাবধারণ হইল যে, আমরা সকলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া নগরের পূর্ব্বভাগে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে মিলিত হইব এবং পরদিবস প্রাতে সূর্য্যদেব যাহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন দিবেন, তাহাকেই রাজা করিব। স্ত্রেটোর দাস নিজ প্রভুকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলে, তিনি বলিলেন, তুমি ঐ মাঠে যাইয়া পশ্চিম মুখ হইয়া নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিও. সর্ব্বাগ্রে তোমারই সূর্য্য দর্শন হইবে। দাস তাহাই করিল, এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্য দর্শন না হইতে হইতেই টাইয়রের অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকলে সূর্য্য রশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে, ইহা সকলকে দেখাইল। তখন্ অন্য দাসগণ চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি কখনই আপনা হইতে এইরূপ সুবুদ্ধির কর্ম্ম করে নাই—ইহার উপদেষ্টা আর কেহ অবশ্যই আছে। এই ভাবিয়া তাহারা ঐ দাসকে অনেক উপরোধ করিলে, সে সমুদায় স্বীকার করিল। তখন্ দাসগণ বিবেচনা করিল, যিনি এমত সমূহ বিপদ হইতেও রক্ষা পাইয়াছেন তাঁহার অদৃষ্ট অবশ্য অত্যন্ত প্রশস্ত হইবে; অতএব তাঁহাকেই আমাদিদের রাজা করা উচিত। স্ত্রেটো এইরূপে রাজ পদাভিষিক্ত হইলেন।

কিছুকাল এই স্ত্রেটোর বংশীয় রাজারা টাইয়রে

নির্বিঘ্নে রাজ্য করেন। পরে ৩৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেক্জণ্ডর টাইয়র নগরীর নিকট আসিয়া সেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। এবং নগর বাসীরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার সহিত অতি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টাইয়র নগর দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং জলপথ বই তাহাতে যাইবার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে ফিনিসীয়রা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং আলেকজণ্ডর অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে সমুদ্রে একটী সেতুবন্ধন করিলেন এবং সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া টাইয়র নগর আক্রমণ করিয়া স্বকর কবলিত করিলেন। তাঁহার সেই সেতু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং তাহা থাকাতেই টাইয়র নগর পূর্ব্বে যেমন দ্বীপ রূপে অবস্থিত ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। উহার তিন দিকে জল এবং এক দিকে আলেক্জণ্ডরের নির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। আলেক্জণ্ডর এই প্রকারে টাইয়র জয় করিয়া ঐ নগরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধের আরম্ভেই টাইয়রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শত্রুপক্ষে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগরিকেরা আপনাদের দেবতার পুরোহিতের স্থানে তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত দেবতাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। আলেক্জণ্ডর টাইয়রে প্রবেশ করিয়া ঐ দেবতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

আলেক্জণ্ডরের 'হেপিষ্টিয়ন্' নামা এক জন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। আলেকজণ্ডর ফিনিসিয়ার অন্তর্গত সাইডন নগর জয় করিয়া তাঁহাকেই বলিয়া ছিলেন, তুমি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া এই নগরের রাজা কর। যে দিন এই কথা হয়, হেপিষ্টিয়ন্ তাহারই পূর্ব্ব দিবস এক জন ফিনিসীয় ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেই রাজ্যপদ দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি রাজ্য লোভে মুগ্ধ না হইয়া বলিলেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন; আমি রাজবংশীয় নহি, অতএব রাজ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য হয় না। হেপিষ্টিয়ন ঐ ব্যক্তির সাধুতা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, ভাল তুমি যদি স্বয়ং রাজা হইতে অস্বীকার কর তবে, রাজবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া দেও, আমি তাঁহাকেই রাজা করিব। ঐ ব্যক্তি, 'বেলনিমস্' নামক এক মহাত্মার নাম করিলেন। তিনি রাজবংশোদ্ভব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এমত দারিদ্র দশা হইয়াছিল যে, স্বহস্তে কৃষকের কর্ম্ম করিয়া দিন যাপন করিতে হইত। যখন হেপিষ্টিয়নের প্রেরিত দূত সকল তাঁহার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিল এবং রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত করিল, তখন্ তিনি জীর্ণ চেল খণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং কূপ হইতে জল গ্রহণ করিতে ছিলেন। পরন্তু হঠাৎ তাদৃশ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও তাঁহার প্রকৃতির কি আকারের

কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি তাঁহার সাধু-প্রকৃতিতা বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি রাজা হওয়াতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

চতুর্থ প্রকরণ।

আশিরীয় এবং বেবিলোনীয়দিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রকৃত আশিরিয়া দেশ টাইগ্রীশ নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল। আশিরিয়ার অধিকাংশই এক্ষণে কুর্দস্থান প্রদেশ সম্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশিরীয়েরা টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটীসের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ আর ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পারবর্ত্তী কিয়দ্ভাগ আপনাদিগের সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করে। সুতরাং আশিরিয়া বলিলে কখন২ উক্ত জনপদ সমুদায়ই বুঝায়।

টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী দেশ 'আর্য্য' জাতির বাসস্থান এবং ঐ নদীর পশ্চিম পারে সেমেটিক জাতির আদিনিবসতি ছিল। অতএব আশিরীয় সাম্রাজ্য মধ্যে দুই জাতীয় লোক বাস করিত। তন্মধ্যে আর্য্যেরা কোন সময়ে সমধিক প্রবল হইয়া সমীপবর্ত্তী সেমেটিক

লোক সমূহকে আপনাদিগের অধীন করে। ঐ আর্য্যদিগের রাজধানীর নাম 'নিনেবা' নগর। এক্ষণে আশিয়িক তুরক্ষের মধ্যে যে স্থলে 'মৌসল' নগর দৃষ্ট হয় উহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিনেবা রাজধানী সন্নিবেশিত ছিল। 'বটা' নামক এক জন ফরাসী গ্রন্থকার এবং 'লেয়ার্ড' নামক এক জন ইংরাজ ইহারা উহার নানা স্থান খনন করিয়া প্রাচীন নিনেবা নগরের অনেক চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সেই অতি পূর্ব্ব কালের ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য নির্ম্মাণ সমস্ত দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে, কোন কালে নিনেবা নাগরিকেরা অতিশয় শিল্প-নিপুণ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত নির্ম্মাণ সকলে পূর্ব্বকালিক অনেকানেক বিবরণও খোদিত আছে। ঐ সকল অক্ষরের শিরোভাগ সূক্ষ্ম এবং নিম্ন দিক অপেক্ষাকৃত স্থূল। এই জন্য তাদৃশ অক্ষর গুলিকে সূচ্যগ্র বলা যায়। অদ্যাপি 'সূচ্যগ্র-বর্ণ' সমস্ত পাঠ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বোধ হয় তাহার কোন উপায় প্রকাশিত হইলে আশিরীয় জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক স্থল সুস্পষ্ট হইবে। অধুনা আশিরীয়দিগের বিবরণ নিতান্ত অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

য়িহুদী জাতির সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থে লিখে যে, 'আসর' নামে কোন ব্যক্তি বেবিলন হইতে গমন করিয়া নিনেবা নগর সংস্থাপিত করেন। কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারেরা

কহেন যে, নিনেবা নগর বেবিলনেরও পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়। তাহাঁদিগের মতে ইহার সংস্থাপন কর্ত্তা 'নাইনস্' নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে 'বাকট্রা' নগর আক্রমণ করেন। তথায় তিনি সঙ্কট বিপদে পড়িয়া ছিলেন। কেবল তাঁহার এক জন সেনানীর পত্নী 'সেমিরেমিসের' বুদ্ধি কৌশলে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। নাইনস তৎকৃত এই মহোপকার স্মরণ করিয়া অচিরাৎ সেমিরেমিসের পাণি গ্রহণ করত আপন মৃত্যুকালে বুদ্ধিমতী পত্নীকেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া যান। সেমিরেমিস কর্ত্তৃক বহু দেশ বিজিত এবং প্রসিদ্ধ বেবিলন নগর নির্ম্মিত হয়।

গ্রন্থকার বর্গের এইরূপ মতভেদ প্রযুক্ত আশিরীয় দিগের আদিম বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন উপায় নাই। য়িহুদী বাইবল গ্রন্থ দৃষ্টে বোধ হয় যে, আশিরীয়রা অতীব বিক্রম শালী হইয়া বেবিলন, সিরিয়া, পালেষ্টীন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি নানা দেশ জয়লব্ধ করত সময়েই মিশরের প্রতিও আক্রমণ করিত। কথিত আছে যে, 'ফল্' নামে এক জন আশিরীয় মহীপাল পশ্চিমে পালেষ্টীন পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। তাহার পরবর্ত্তী রাজা 'টিগ্লাথ্ পাইলেসর্' সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কস্ নগর অধিকৃত এবং য়িহুদীদিগের স্থানে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর 'সালমান সুর' নামে কোন রাজা ফিনিসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া ইস্রাইল্ রাজ্য নষ্ট করেন এবং তদ্দেশ নিবাসী য়িহুদীদি-

গকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যান। এই রাজার উত্তরাধিকারী 'সান হেরিব্' মহীপাল মিশর আক্রমণ করেন তৎপরে 'আসার হাডন' নামে কোন রাজা নিনেবা নগরীতে রাজ্য করিয়া ছিলেন। ইহার সময়াবধি আশিরীয়দিগের বল বিক্রম ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে লাগিল। পরিশেষে বেবিলন নগরের অধিপতি 'নবপালাসর' এবং মিডিয়ার রাজা 'কাইআক্সরস' উভয়ে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করত একেবারে নিনেবা নগরকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিল। খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে।

বাইবল গ্রন্থ হইতে অশিরীয় রাজ্যের এই সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তারা বলেন যে, সেমিরেমিস্ নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু মহা পরাক্রান্ত ভারতবর্ষীয় ভূপাল 'ইষ্টাব্রোবেটিস্' কর্ত্তৃক পরাজিতা হন। সেমিরেমিস্ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ এবং হীনবল হইয়া বেবিলন নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার পুত্র পাপত্মা 'নিনিয়াস্' মাতৃ হত্যা করে। নিনিয়াস এইরূপে রাজা হইয়া কেবল ভোগ সুখেই কালযাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী আর ঊনত্রিংশৎ জন রাজাও ঐরূপ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন। বিশেষতঃ সর্ব্বশেষে 'সার্ডনাপালস্' নামা যে ব্যক্তি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ মহীপাল

কখন কোন দেশে জন্মে নাই। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ভূষা করিত, সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিত, এবং কোন রূপ রাজকার্য্য বুঝিতও না, দেখিতও না। সুতরাং বেবিলনের এবং মিডিয়ার শাসন কর্ত্তৃদ্বয় ঐ সুযোগে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সার্ডানা পালস্ যুদ্ধ না করিয়া আত্ম হত্যা করিলেন। ইঁহাতেই নিনেবার প্রাধান্য নিঃশেষিত হইয়া গেল।

আশিরিয়ার এই দুই বিবরণের মধ্যে বাইবল প্রণীত বিবরণই অধিক শ্রদ্ধেয় বোধ হয়। কারণ গ্রীক প্রণীত আশিরীয় বৃত্তান্তের মধ্যে অনেক ভাগে উপখ্যান দোষ দৃষ্ট হয়। সেমিরেমিস এবং নাইনস যে বাস্তবিক কোন দুইটী ব্যক্তি ছিল তাহাই অসম্ভব বোধ হয় না। বস্তুতঃ নাইনস্ কেবল নিনেবা নগরেরই প্রতিরূপ স্বরূপ এবং সেমিরেমিস সিরিয়া দেশের আরাধ্যা দেবী বিশেষ। উহাদিগের যে দিগ্বিজয়ের বিবরণ তাহা আশিরীয় জাতির পূর্ব্ব কালিক প্রাধান্য-সূচক মাত্র—উহা ব্যক্তি বিশেষের কীর্ত্তি বর্ণন নহে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বাইবলের মতে বেবিলন নগর নিনেবা অপেক্ষা প্রাচীন, জল প্লাবনের অত্যল্পকাল পরেই এই নগর সংস্থাপিত হয়। ইহার প্রথম রাজা 'নিম্রদ্' অভিধেয় ছিলেন। কিয়ত্কাল পরে এই নগর নিনেবা নগরীয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। এইরূপে পাঁচ শত বৎসরেরও কিঞ্চিদধিক কাল আশিরীয়দিগের

অধীন থাকিয়া পরে বেবিলন স্বাধীন হয়। আশিরীয়রা পুনর্ব্বার এই নগর জয় করে। পরিশেষে খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পুর্ব্বে ইহার রাজা নাবপলাসর নিনেবার ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হন।

নাবপলাসরের পুত্র 'নেবুকডনসর' অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরসেসিঙ্কমের যুদ্ধে মিশর রাজ 'নেকো'কে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। তৎপরে জুডা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ইনি প্রধান২ য়িহুদীদিগকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তাহার পর ফিনিসিয়া ও তৎপরে মিশর দেশ ইহাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হয়। কিন্তু নেবুকডনেসরের পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী হয়েন নাই, সুতরাং 'বালিথাজারের' রাজ্যকালে পারস্য দেশের সম্রাট্ সাইরস্ বেবিলন জয় করিলেন।

বেবিলন নগর অতি সুবিস্তৃত ছিল। এই নগরের আকার সম চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। ইহার মধ্য ভাগে ইউফ্রেটিস্ নদী প্রবাহিত হইত। ইহার চতুর্দ্দিক ইষ্টকময় প্রাচীর ও তদ্বহির্ভাগে সুবিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্যদেশে অতি সুরম্য উদ্যান সকলও ছিল। বিশেষতঃ অত্যুচ্চ ছাদ সমস্তের উপরিভাগে যে নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া একটী কেলিকানন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জগতের কতিপয় আশ্চর্য্য দর্শনের মধ্যে পরিগণিত

হইবার যোগ্য। কথিত আছে নেবুকডন্সের রাজা মিডি-য়াধিপতির কন্যা 'আমুহিয়া' নাম্নী নিজ প্রেয়সীর প্রীতির নিমিত্ত ঐ কেলি কানন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সেমিরেমিসের 'অমবলম্বোদ্যান' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। বেবিলনের আর একটী পরম শোভা তত্রত্য বিলস্ দেবের মন্দির। উহা অন্যূন তিন শত ফুট উচ্চ, এবং মিশ-রীয় পিরামিডের আকারে নির্ম্মিত ছিল। অদ্যাপি বেবিলন নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ সমুদায় পর্য্যাটক গণের দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষতঃ ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পারে পিরামিডের আকার যে একটী ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইয়াছে, কেহ২ উহাকেই বিলস দেবের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন।

বেবিলোনীয়রা অধিকাংশই সেমটিক জাতীয় লোক ছিল এবং এক প্রকার আরামীয় (সিরিয়া প্রচলিত) ভাষায় কথোপকথন করিত। তাঁহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোক ছিল উহাদিগকে কাল্ডীয় কহিত। তাহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন তৎপর হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে পারিত, সৌর ও চান্দ্র বৎস-রের যে রূপ প্রভেদ হয় তাহা বুঝিত, নক্ষত্র মণ্ডলকে দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত করিয়াছিল এবং গ্রহগণের সঞ্চার গণনা করিতে পারিত।

প্রাচীন কালে যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অনু-শীলন করিত তাহারা অপ্রকৃত ফলিত জ্যোতিষের অনু-

শীলনেও নিবৃত্ত হইত না। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের জ্ঞান থাকিলে জ্যোতিষ্ক ঘটিত অনেক ভাবি বিবরণ নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। কিন্তু জন সাধারণ অনুমান করে যে, তাদৃশ জ্ঞান কদাপি দৈবশক্তি ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত হইতে পারে না। এই ভাবিয়া তাহারা জ্যোতির্ব্বিদিগের স্থানে আপনাদিগের ভাবি শুভাশুভ জানিবার চেষ্টা পায়। জ্যোতিজ্ঞেরাও দেখেন যে, ঐ ভ্রম থাকিলে প্রজাগণ, তাঁহাদিগের একান্ত বাধ্য এবং বশীভূত থাকিবে। সুতরাং তাঁহারা উক্ত ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা পান না। বরং এমত কৌশল করিয়া চলেন যাহাতে ঐ ভ্রম-সংস্কার আরও বদ্ধ মুল হইয়া যায়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদিগেরা ঐ রূপ চেষ্টাতেই ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র জন্মে।

কাল্‌ডীয় পণ্ডিতেরা এই ফলিত জ্যোতিষকে বহু শাখায় বিস্তৃত এবং বদ্ধ-মুল করেন। ইহাদিগের মতে বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি শুভ এবং মঙ্গল ও শনি, অশুভ গ্রহ বলিয়া গণ্য হইত। আর বুধ গ্রহ স্বয়ং কোন বিশেষ শক্তিমান নহেন—শুভের সঙ্গে থাকিলে উনিও শুভ হন, অশুভের সংযোগে অশুভোৎপত্তি করেন। এবম্বিধ অনেক কাল্পনিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া কাল্‌ডীয়রা জনগণের ভাবি শুভাশুভ গণনা করিত।

ইহারা কাল নিরূপণের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে জল-ঘড়ী নির্ম্মাণ করে, এবং দ্রব্যের পরিমাণের নিমিত্ত বিবিধ পরিমাণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট করে।

অনেক গ্রন্থকর্ত্তা অনুমান করেন যে কাল্‌ডীয়রা সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল না। উহারা আর্য্যবংশীয় ছিল। অন্যান্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় উহারা প্রথমতঃ পৌত্তলিক ছিল না—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। পরিশেষে উহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকে বিরসুদের নামে এবং চন্দ্রকে 'নিজিতা' দেবী নামে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

পঞ্চম প্রকরণ।

পারসীকদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

এসিয়াখণ্ডের পশ্চিম ভাগে যে অধিত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহাই ইরানী বা আর্য্য জাতির আদি নিবাসস্থান। ঐ অধিত্যকা তুরস্কের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আছে। মিডিয়া, ফার্স, এবং বাক্ এই চারিটী প্রদেশ উক্ত অধিত্যকার অংশ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে ফার্স প্রদেশে যে আর্য্য জাতি বাস করিত তাহাদিগকে পারশিক কহা যায়।

প্রাচীন পারসিকদিগের বংশীয়েরা অদ্যাপি পারস্য দেশে নিবাস করিতেছে। কিন্তু এক্ষণকার পারসীকেরা

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং কোন বিশেষ কীর্ত্তি-শালীও নহে। কিন্তু একবাটানা, সুসা, পর্সিপলিস প্রভৃতি প্রাচীন পারসীক নগর সমস্তের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে অধিবাসীগণ কোন সময়ে অতীব কীর্ত্তিপরায়ণ এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

বোধ হয়, প্রথমে পারস্যদেশ আশিরিয়া রাজ্যের অধীন থাকে পরে মিডিয়া দেশের রাজা আশিরিয়া রাজ্য ধ্বংস করিলে ইহা মিডিয়ার অধীন হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই সাইরস নামক কোন মহাত্মা এই দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। কিন্তু তিনি কেবল পারস্য দেশকেই স্বাধীন করিলেন এমত নহে। অতি শীঘ্র দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বেবিলন, মেডিয়া, আর্ম্মিনিয়া এবং আসিয়িক তুরস্কের পশ্চিমাংশ সমুদায়, যাহাকে আসিয়া মাইনর বলে, এতাবদ্দেশ নিজ অধিকার সম্ভুক্ত করিলেন। পরিশেষে সাইথিয়া বা তাতার জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি হত হন্। এই ব্যাপার খৃষ্টের ৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

সাইরসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইহাঁ কর্ত্তৃক মিশর দেশ বিজিত এবং পারস্য রাজ্য সম্ভুক্ত হয়।

কাম্বাইসিসের পর ১ম দারায়ুস্ পারস্যের রাজা হইলেন। তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজয় করণে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের কিয়দ্ভাগ

(বোধ হয় সমুদায় পাঞ্জাব) ইঁহার অধিকার সম্ভুক্ত হয়। দরায়ুস্ রাজা পারস্যের শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া যান। তিনি সমুদায় সাম্রাজ্যকে বিংশতি সেট্রাপীতে (মণ্ডল-রাজ্যে) বিভাজিত করেন। ঐ সকল মণ্ডল-রাজ্যের অধিপতিগণ 'সেট্রাপ' (মণ্ডলেশ্বর) উপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্ব২ অধিকারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন; কেবল বর্ষে২ সম্রাটের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কর প্রদান করিলেই হইত। পরন্তু সম্রাট প্রতি সেট্রাপির করাদায়ের নিমিত্তে এক২ জন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি সম্রাটের গূঢ় চর স্বরূপে সেট্রাপের নিকটে অবস্থিতি করিয়া তন্নিয়োজিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। সেট্রাপ এবং তাঁহার দেওয়ান এই দুই জন হইতেই এক কোন প্রদেশের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না। ইঁহারা আবার প্রতি গ্রামের, প্রতি নগরের, প্রতি জায়দারির, প্রধান২ ব্যক্তি নিকরের হস্তে আপনাদিগের শক্তির কিঞ্চিৎ২ অংশ অর্পিত করিয়া সমুদায় প্রদেশ শাসনাধীন করিতেন। ফলতঃ পারস্য রাজের বিস্তীর্ণ অধিকার সমস্ত পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিল না। এক সেট্রাপির প্রজার সহিত অন্য সেট্রাপির প্রজা সর্ব্বতোভাবে নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিত। সুতরাং পারস্যরাজ্য মিশরাদি পূর্ব্বোক্ত সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা বহু দেশ বিস্তৃত এবং সমধিক পরাক্রান্ত হইয়াও বস্তুতঃ যথোচিত দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই।

১ম দরায়ুস্ রাজার পর তাঁহার পুত্র জরক্সিস্ পার-

স্যের রাজ্যাসন প্রাপ্ত হইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের পরম সাহসিক, মহোৎসাহশালী, বীর সমূহ কর্ত্তৃক পারস্য সৈন্য নিকর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। এই সময় অবধি গ্রীক এবং পারস্য জাতির চির-বৈরিতা সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই বৈরিতা প্রযুক্ত গ্রীকেরা পুনঃ২, পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 'মাসিডোনিয়ার' রাজা, মহানুভাব আলেকজণ্ডর গ্রীস দেশান্তর্গত নানা জনপদবাসী সৈনিকগণকে মিলিত করিয়া পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পারস্যেরা তাঁহার নিকট পরাজিত হইল, এবং এসিয়া খণ্ডে ইউরোপীয়দিগের সেই প্রথমে প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল।

আলেকজণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব-প্রদেশে 'বাক্ট্রিয়া' নামে যে রাজ্য সংস্থাপিত হয়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সহিত তাহার বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অনুমান হয় যে ঐ 'বাক্ট্রিয়া' দেশের গ্রীক রাজারাই আমাদিগের পুরাণে 'যবন' বা 'কাল-যবন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদিগের মধ্যে 'ইউক্রেটিডাস' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি খৃষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিতেন। এই যবন রাজগণের কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল ইহাঁদিগের নামাঙ্কিত ও কীর্ত্তি-বিবরণ সঙ্কলিত মুদ্রা সমস্ত দর্শনে কথঞ্চিৎ রূপে ইহাঁদিগের বিবরণ অবগত হওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন পারসীক দিগের ধর্ম্ম-প্রণালী এব [illegible] প্রকার ছিল তাহা একণে কেবল এক খানি গ্রন্থ [illegible] জানা যায়। ঐ গ্রন্থের নাম 'ভেস্তা'। উহা [illegible] যায় লিখিত ছিল। এই হেতু ঐ গ্রন্থকে জেন্দ [illegible] কহে। জেন্দ ভাষা সংস্কৃত মূলক না হউক, কি [illegible] এবং জেন্দ উভয়েই যে এক মূল হইতে উৎপন্ন [illegible] কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; আর ভেস্তো প্র [illegible] প্রণালী যদিও সর্ব্বতোভাবে বেদ প্রতিপা [illegible] সমান না হউক, তথাপি উভয় ধর্ম্মই যে এক [illegible] ইহা নিঃসন্দেহ।

ভেস্তার মতে 'জবৈন্ অকরণ' অর্থাৎ [illegible] কাল) হইতে 'অর্ম্মসদ্' এবং 'আহ্রিমান' জন্মে [illegible] দুই জনে নিরন্তর বিবাদ হয়। অর্ম্মসদ হইতে [illegible] জ্ঞান, তাপ, বুদ্ধি, ক্রিয়া, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সমুদয় [illegible] পাদিত হয়। আহ্রিমান হইতে অন্ধকার, মোহ, শৈথিল্য, জড়তা, বন্য দশা, প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অর্ম্মসদের পারিষদ অমর সকলের নাম 'অম্সস্পান্দ'। এই অম্সস্পান্দদিগের অধীন সামান্য দেবতানিকর [illegible] সকল স্থানেই একং জন অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপে [illegible] করেন। আহ্রিমানের পারিষদ দৈত্যগণ সর্ব্বদা [illegible]

অসুরের সমূহকে স্থান-ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এই রূপে জগতে ঐ দুই দলে অনুক্ষণ বিবাদ চলিতেছে, কিন্তু পরিশেষে অর্মন্দ আহ্রিমানকে জয় করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে সুখ, জ্ঞান ও আলোক বিস্তৃত করিবেন।

জ্যোতিষ্কগণ সকলেই আলোক ধারণ করে। অতএব পারসীকেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ অর্মসের প্রতিরূপ ভাবিয়া পূজা করিত। অগ্নিও সেই কারণে তাহাদিগের পূজ্য ছিল। পারসীকেরা কোন মন্দির বা অন্য দেবালয় মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিত না। উহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যভাগে বা পর্ব্বতশিখরে প্রাতে বা মধ্যাহ্নে জ্ঞান ও আলোক প্রদাতা অর্মসের উদ্দেশে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি বন্দনাদি করিত।

পারসিকদিগের ধর্ম্ম যে কত প্রাচীন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু অনুমান হয় ধর্ম্মের সংহিতা নিবন্ধকার জোরোয়াষ্টর খৃষ্টের ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জোরোয়াষ্টর [illegible] মিডিয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।